প্রেমের সন্ন্যাসী।

উপন্যাস।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার বিরচিত।

এবং

এস্, সি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স দ্বারা প্রকাশিত।
(১১২ নং অপার চিৎপুর রোড)

হিন্দু প্রেস

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯৫ সাল।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত বাবু

মনিলাল দত্ত বন্ধুবরেষু।

সখে!

তুমি তোমার উদার স্বভাব গুণেই হউক, বা সকল বস্তুই ভাল দেখা তোমার অভ্যাস বশতঃই হউক, অথবা আমায় ভালবাস বলিয়াই হউক, তুমি মদ্বিরচিত সকল পুস্তকই আনন্দে পাঠ কর। আজ, "প্রেমের সন্ন্যাসী", বিজয়কে, এবং ভূষণ বিহীনা অভাগিনী সরোজিনীকে, তোমার করে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলেই আমার পুস্তক প্রণয়ন সফল হইবে।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

আমার গোটা দুই কথা।

উপন্যাস লেখায় আমার এই প্রথম উদ্যম। এই অপার সাহিত্য সাগর মাঝে জলবুদ্বুদ অনেক উঠে, আবার, মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়—ইহা জানিয়াও, কেন জলবুদ্বুদ তুলিলাম, জানিনা। জানি, কেবল মাত্র, ক্ষুদ্রতরণীতেও, স্থির, শান্ত, পারাবার পার হওয়া যায়; জানি কেবল, জোনাকির আলোকও আলোক; জানি কেবল, উদারচেতা মহান্ যে জন, তিনি নীচকেও উচ্চ মনে করেন।

এই সকল জানিয়া শুনিয়া "প্রেমের সন্ন্যাসী" প্রণয়ণ করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম। পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে, লেখনীও ত্যাগ করিয়াছি। এখন যশ—অপযশ; সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য, সদ্বিবেচক সমালোচকের করে।

একালে বন্ধু পাওয়া দুষ্কর। "মুখে মধু অন্তরে গরল" যে একটী কথা আছে—আজকাল, অধিকাংশ বন্ধুর দশাও ঠিক তাই। তাঁহারা মুখে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যেন জ্বলিতে থাকেন; মনে ভাবেন,—"গ্রন্থকার হইলে তো আমাদের অপেক্ষা উহাকে গুণ-সম্পন্ন বলিয়া লোকে গ্রহণ করিবে।"

নবীন লেখককে কেহই যদি উৎসাহিত না করেন

তবে তাহাদের উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব? অতিকষ্টে হয় তো একখানি পুস্তক লিখিলাম, আনন্দের সহিত কোন পরিচিত গ্রন্থকারকে দেখাইতে গেলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি হস্ত লিখিত কাপিতে কয়পাতা লেখা হইয়াছে দেখিয়াই, বলিলেন "আপনারা পুস্তক প্রণয়ণ করিতে কেন চেষ্টা করেন? গ্রন্থকার নামে কলঙ্ক পড়ে যে"। আসল কথা, তিনি হয় তো আমার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পুস্তক মুদ্রণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, আপনাকে উচ্চশ্রেণীস্থ ভাবেন।

অনেক দুঃখে গোটা দুই কথা বলিলাম; সহৃদয় পাঠকগণ! আমায় ক্ষমা করিবেন। পুস্তকের দোষ অনেক থাকিতে পারে, কারণ এই আমার উপন্যাস লিখনে প্রথম উদ্যম। যাঁহারা গুণগ্রাহী পাঠক, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই, যেন তাঁহারা রাজহংসের ন্যায় পঙ্কিল সলিল, পঙ্ক বাদ দিয়া পান করেন।

অনুগ্রহাভিলাষী
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।
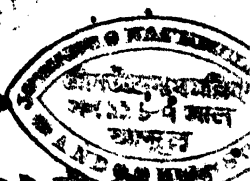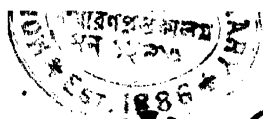
প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সে কি আমায় চায়?"

১২৭১ সালের ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ তিথিতে, ২রা তারিখে আমাদিগের উপন্যাসের সূত্রপাত হয়।

সন্ধ্যাকাল,—কলিকাতার পশ্চিমপ্রান্তে দিনমণি অস্তগমন করিলেন। স্রোতস্বতি ভাগীরথীর অম্লোন্নত তরঙ্গোপরি অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে তরঙ্গিণীর বারিরাশি হেমাভ হইল। তরুশির স্বর্ণময় হইয়া যেন শত শত স্বর্ণপতাকা,

উড্ডীন করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে তপনদেব মনপ্রাণ-মুগ্ধকারী শোভা ঢাকিয়া, অস্তপ্রদেশ অবলম্বন করিলেন। জগৎ স্থির হইল।

বর্ত্তমান রথতলার ঘাটের পরপারে, একটি মনোহর উদ্যান। উদ্যান-মধ্যে একটি সুবৃহৎ বাটী। সেই বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান-পথে দুইটী যুবক দেখা দিলেন। একজনের বয়স অনুমান একবিংশতি ও অপরটীর বয়স সম্ভবত উনবিংশতি। ইহা-দিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কনিষ্ঠ কহিল—"মনমোহন এখন কলিকাতায় গেলে কি ঠিক সময়ে পঁহুছাইতে পারিবে?" মনমোহন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "নিশ্চয়ই।" আবার কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া মনমোহন জিজ্ঞাসা করিল "বিজয়! তুমি আমায় বল্লে না"—

মনমোহনের কথায় বাধা দিয়া বিজয় বলিল "তোমার কেবল ঐ কথা?"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে উদ্যানের প্রান্তদেশে আসিয়া পড়িল। উদ্যানের পরই গঙ্গাতীর। মনমোহন একখানি ভাউলে ভাড়া করিয়া কলিকাতার অভিমুখে ভাসমান হইল, বিজয় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উদ্যান মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

গঙ্গাতীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, উদ্যানের মধ্যে, বিজয়ের নিজহস্ত নির্ম্মিত একটি লতাকুঞ্জ ছিল। আজ তথায় কে সুন্দরী-প্রকৃতিবালা বসিয়া আছে, কে তাহারে এখানে আনিল

তাহা কেহ জানে না—কেন যে সে নিভৃত-নিবাসে বসিয়া বীণাপাণি-কলকণ্ঠ-স্বর-সংযোগে জগতকে মোহিত করিবার জন্য বসিয়া আছে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

লতাকুঞ্জ-মাঝে ভুবনভুলানি জগতের সাররত্ন, অতুল রূপের-খনি, একটি বালিকা বসিয়া আছে। তাহার ঘন চিকুরজাল এলাইত, মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত। বামহস্তোপরি অবনত মস্তক রক্ষিত। সেই মৃদুহাসি বিজড়িত সুন্দর বয়ান, সেই কুরঙ্গ বিনিন্দিত আঁখি দুটী, রতিপতি কামদেবের ফুলশরাপেক্ষাও যাহা তীক্ষ্ণতর, এখন যেন আপনার শোভা দেখিতেই ব্যস্ত। সেই,—এই হাসে—এই হাসে গোছের বিম্বনিভ ওষ্ঠ; সেই প্রাণ গেলো—প্রাণ গেলো গোছের—উৎপল সদৃশ নয়ন; সেই ইন্দুনিভ আস্য; সেই মেরুনিভ উরস; আর ভগবানের পালন কার্য্যের ভার স্বরূপ, যৌবনের অনিবার্য্য পরিচয় স্বরূপ যুগল পয়োধর, যাহা অল্পোন্নত হইয়া যেন কাহাকে প্রেমপিয়াসা তৃপ্তির জন্য আহ্বান করিতেছে—তাহাই দেখিতে, যেন, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা আজ নিভৃতনিবাসে আসিয়া বসিয়াছে। যেন, ভাবিতে ভাবিতে বলিতেছে "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"—বালিকা, কিন্তু বাৎসল্যভাবে আদর করিবার সময় উত্তীর্ণ। যুবতী, না—না, তদপেক্ষাও মধুরতর মধুময়ী। তবে ইঁহাকে কি বলিব? বালিকাই বলি।

বালিকা দেখিল,—সে একাকী। নিভৃত, নির্জ্জনস্থানে সে

একাকী। বালিকা তখন সেই বীণাবিনিন্দিত সুললিত কণ্ঠ-ধ্বনি তর তর তরে বাতাসে বিলীন হইবার জন্য পবনদেবকে যেন অনুরোধ করিল। যার অনুরোধ ইন্দ্র সযতনে রক্ষা করিতে পারে, তার কাছে পবনদেব কোন ছার। সেই কল-কণ্ঠ হইতে বীণা-বিনিন্দিত স্বর বাহির হইল; তর তর তরে আকাশে উঠিল, দেশে দেশে আজ্ঞাবাহী দাসের মত পবনদেব যেন তাহা সকলের কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন। বালিকা গাইল—"সে কি আমায় চায়"—

কুঞ্জে প্রতিধ্বনি হইল—"সে কি আমায় চায়",—আকাশে রব উঠিল,—"সে কি আমায় চায়",—সাগর উদ্দেশেগতি ভাগীরথীর প্রত্যেক তরঙ্গ উছলিয়া উঠিয়া কহিল,—"সে কি আমায় চায়",—উদ্যান মাঝে পিককুল অনুকরণ করিল,—"সে কি আমায় চায়",—বিরহ-কাতরা রমণীর কর্ণকুহরে বাতাসের সহিত ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় কি এক অস্ফুট-ভাষা প্রবেশ করিল,—"সে কি আমায় চায়",—অমনি, বিরহিণীর অন্তরে প্রতিধ্বনি হইল,—"সে কি আমায় চায়"—এইরূপে এই গাথা দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আবার সেই স্বর, লতাকুঞ্জ কম্পিত করিয়া বাহির হইল:—

"হৃদয়ে জাগিছে মুরতি মোহন,
কেমনে করিব তাঁহারে আপন,
যায় যায় যায়, ফিরে নাহি চায়,

হৃদয়-কন্দরে, তখনি মিলায়,
সে কি আমায় চায়—
বিধি তোর পদে ধরি, কাতরে মিনতি করি,
সেধে সেধে, কেঁদে কেঁদে, কত র'ব বুক বেঁধে—
আহারি আশায়।
সে কি আমায় চাঁয়—

আবার বায়ুভরে আকাশ ভেদ করিয়া সেই স্বরের প্রতিধ্বনি হইল, আবার পিককুল অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল, আবার বিরহিনীগণ কাতর হইয়া হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত-প্রতিধ্বনি সহ্য করিল,—আবার ভাগীরথী প্রত্যেক তরঙ্গের ভিতর "সে কি আমায় চায়" এই অমৃত মাখাইয়া লইয়া দেশে দেশে বিতরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহই টলিল না, কেবল টলিল একজন। সে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিজয়। বিজয় ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে লতাকুঞ্জের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান—এবং অভ্যন্তরে স্বরলহরী পরিত্যাগ-কারিণী সেই প্রকৃতিবালা। আবার সেই স্বর :—

(কেজানে) "প্রাণ দিয়ে, প্রাণ,—এমন হয়,
আপন প্রাণ বশে নাহি রয়,
পরকে দিয়ে আপন্ প্রাণ—
আপনা কাঁদায়।
সে কি আমায় চায়"-

মৃদুহাসি হাসিয়া বিজয় লতাকুঞ্জ মাঝে প্রবেশ করিল, বালিকা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

জিহ্বা কর্ত্তন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। অবলা বালিকার হৃদয়ে, কি জানি কোথা হইতে লজ্জারূপ প্রলয়ঝড় মহাবেগে বহিয়া গেল ; বালিকা যেন, মরমে মরিয়া গেল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমায় চায় না, সরোজ !"।

সরোজিনী পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু লতাকুঞ্জের একটী মাত্র মুক্তদ্বার—আবার তথায় বিজয় দণ্ডায়মান, সুতরাং পলায়ন চেষ্টা বৃথা। সরোজিনী বিজয়কে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু বিল্বপত্র বিনা আশুতোষ কিসে তুষ্ট হইয়া দ্বার পরিত্যাগ করিবে ? বিজয় সেখান হইতে একপদও অগ্রপশ্চাৎ নড়িল না। আবার জিজ্ঞাসা করিল,— "কে তোমায় চায় না সরোজ" ?

উত্তরে মৃদুভাবে প্রশ্ন হইল,—"বিজয় ! তোমার নাকি বিয়ে ?"

বিজয়। এই রকম তো সকলে বলে।

সরোজ। তুমি কি বল ?

বিজয়। মুখে কিছু বলি না—মনে করি, "মনের মত পাই তো বিয়ে করি"।

সরোজ। "মনের মত" কাকে বলে বিজয় ?

বিজয়। যদি কেহ আমার জন্যে, আপনার প্রাণ বলি

দিতে পারে,—যদি কেহ আমার জন্য ব্যাকুল হয়,—যদি কেহ এ জগতে আমায় ভালবাসে——

কিয়ৎক্ষণ বিজয় আর কথা কহিতে পারিল না, তৎপরে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"সরোজ এমন কি কেহ আছে ?

সরোজিনী এ সকল শাস্ত্রকথার উত্তর দিতে পারিল না; নীরব, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যেন মুখে কথা কহিতে যায়, জিহ্বা উচ্চারণ করিতে পারে না। যেন কি বলিবে বলিবে, বলা হয় না। যেন মনে ভাব আসে তো মুখে স্বর আসে না। যেন বিজয়ের কথার উত্তর দিবে,—"আমি তোমায় ভালবাসি"—কিন্তু তাহা পারে না।

সরোজিনীর প্রাণ-সাগরের গভীরতমপ্রদেশ হইতে একটি জলতরঙ্গ উঠিল, নানা দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করিল, অবশেষে মুখবিবর দিয়া বাহির হইয়া, অনন্ত সাগররূপ অনন্ত আকাশে মিশাইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু—লজ্জারূপ বাঁধ, বাধা প্রদান করিল,—তরঙ্গের গতিরোধ হইয়া পুনঃ প্রত্যাগত হইবার সময় যেন বলিয়া গেল,—"মুখে বলা যায় না, প্রাণে চাপা রয় না, যাতনা সয় না,"—সরোজিনী বলিল "আমি বাড়ি যাই"।

বিজয় চিত্রার্পিতের ন্যায় উত্তর করিল,—"যাও"

সরোজিনী চলিয়া গেল।

সেই অল্প অল্প অন্ধকার, অল্প অল্প আলোতে সরোজিনী যতদূর যাইল, বিজয় প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় নীরব নিশ্চলভাবে,

তত্তদূর দেখিল। সরোজিনী কি জানি কেন পশ্চাতে চাহিল, কিন্তু বিজয় চাহিয়া আছে দেখিয়া—আর চাহিবার অবকাশ পাইল না—উদ্যান অতিক্রম করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। বোধ হয়, বিজয় চাহিয়া না থাকিলে, সরোজিনী আরও দুই চারিবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিত। কেন দেখিত, তাহা জানি না; তবে, দেখিত এই পর্য্যন্ত অনুমান হয়। সরোজিনী বিজয়ের প্রতিবেশী কন্যা।

যখন সরোজিনীর আর কিছুই দেখা গেল না, তখন বিজয়ের নাসিকারন্ধ্র হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইল, এবং তৎপরে মুখবিবর দিয়া এক অস্ফুটভাষা,—"সরোজ কি আমায় ভালবাসে" এই ভাব প্রকাশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাণের বিবাহ।

বিজয়ের পিতা ধনবান, নাম নীলরতন মিত্র। বাৎসরিক আয় প্রায় সত্তর (৭০) হাজার টাকা। কিন্তু এই প্রভুত ধনের অধিকারী হইয়াও, তাঁহার মনে আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার কিছুই ছিল না। গ্রামে দেবালয়, অতিথিশালা ও প্রিতৃপুরুষগণের সংস্থাপিত অষ্টোত্তর শত শিবলিঙ্গের মন্দিরে, প্রতিদিনই দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি দুঃখীগণকে ভোজন করান হইত। তাঁহার সন্তানাদির মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তন্মধ্যে আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত বিজয়ই তাঁহার সেই একমাত্র পুত্র। কন্যাটির বয়স এখন ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে; কলিকাতায় বিবাহ হইয়াছে,—স্বামীর নাম মনমোহন বিশ্বাস। মনোমোহন নীলরতন বাবুর একমাত্র জামাতা সুতরাং অত্যন্ত আদরের, এ কথা সহস্রমুখ-সাপেক্ষ।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, আকাশে একে একে তারকামালা উদিত হইয়া নভোমণ্ডলকে অপূর্ব্বরূপে প্রকাশিত করিতেছে। চন্দ্রদেব যেন তাঁহার অসংখ্য সন্তানাদির জ্যোতি মাঝে পতিত হইয়া আভাহীন হইয়া গিয়াছেন। এ প্রকার সুন্দর রজনীতে বোধ হয় মানবের অপ্রফুল্লিত মনকেও অনায়াসেই প্রফুল্লিত করিতে পারে; কিন্তু ঐ যে সুন্দর সুসজ্জিত পাঠ্যাগারে বসিয়া কে দুইজন কি চিন্তা করিতেছে বল দেখি?

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ থাকিয়া, মনমোহন বিজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ছি! বিজয় তোমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার কথা কি তুমি এইরূপে অগ্রাহ্য করিবে? তুমি লেখা পড়া শিখেছ, তোমার উচিত নয় যে"——

বিজয়। শ্রদ্ধেয় পিতামাতার কথা অগ্রাহ্য করিতে নাই, তাহা আমি জানি,—কিন্তু, অন্তরের জ্বালা কে সহ্য করিবে? আমি নিজ জীবনের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতেছি—যতদূর সাধ্য তর্ক করিয়া দেখিয়াছি, মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তুমি ভেবে দেখ, যাকে আমার জীবন মরণে সমান উপভোগী হতে হবে, যে সমস্ত জীবনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমার সহায় হবে, যেখানে একজনের জীবন মরণ আমার উপর নির্ভর করছে, সেখানে কি একবারও আমায় সে বিষয় জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়?

মনমোহন। তিনি পিতা, তুমি পুত্র, তোমার জন্য তিনি

যাহা করিবেন তাহাতে কোন ক্রমেই তোমার দ্বিরুক্তি করা উচিত নয়। তিনি যাহা করিতে বলিবেন, অবনত মস্তকে তোমার তাহা পালন করা উচিত।

বিজয়। বোধ হয়, জ্ঞানসঞ্চার হওয়া অবধি কখন পিতার অবাধ্য হই নাই—এখনও যাহাতে অবাধ্য না হইতে হয় তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলাম। হৃদয়ের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়াও শান্ত হইতে পারি নাই। ভাবিয়া দেখ বিবাহ কাহাকে বলে; আত্মায় আত্মায় মিলন, প্রাণেরএকীভূত ভাব হওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য। তা না হইলে, স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিত না। ভাবিয়া দেখ, বিবাহ কি জন্য, কার জন্য। সাংসারিক হইব বলিয়া পিতা আমার বিবাহ দিতেছেন, পৌত্রমুখ দেখিবেন বলিয়া তাঁহার এই লালসা; কিন্তু ভাই মানসিক মিল না হইলে পারিবারিক মিল কেমন করিয়া হইবে? পারিবারিক মিল না হইলে সাংসারিক মিল হইবে না, পিতারও পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ আশা নিরাশায় পরিণত হইবে। তুমি মনমোহন! বুঝ সব, জান সব, আমার অন্তরের ভাব তোমার নিকট কিছুই অপ্রকাশিত নয়, তুমি কেমন করিয়া এ বিবাহে সায় দিলে?

মনমোহন। সত্য, বিজয়! আমি জানি সব। কিন্তু সে প্রণয় বাল্যপ্রণয়মাত্র। বাল্যপ্রণয় কত হয়, কিন্তু তা বলে কি কেহ অবিবাহিত থাকে?

বিজয়। দেখ মনমোহন! যদি বিবাহ করিয়াও আমার সংসার মরুভূমির ন্যায় বোধ হয়—যদি এক বিবাহে আমি চিরজীবন সর্পাঘাতে জর্জ্জরিত-প্রায় হইয়া আমার ইহকাল ক্ষয় করি, তাহাতে কি তোমরা সুখী হও? ভেবে দেখ, যাহাকে বিবাহ করিব, সেই অবলা বালিকা বাল্যস্বভাব বশতঃ এখন যদিও কিছু নাই বুঝিতে পারে, কিন্তু যৌবনে যখন সে জানিবে,—স্বামীতে তাহার সুখ নাই, স্বামী তাহাকে বিষনয়নে দেখেন, স্বামী তাহাকে রাক্ষসী ভাবিয়া তাহার পথ হইতে সরিয়া যান—তখন তাহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে, যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইবে, তাহাতে কি আমি পাপগ্রস্থ হইব না?

মনমোহন। তবে আজ আমি সরোজিনীর সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব করি।

এতক্ষণ যে বিজয়ের মুখ দিয়া অনবরত বক্তৃতার ন্যায় কথা বাহির হইতেছিল, সেই মুখ যেন ক্ষণকালের জন্য লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল। তৎপরে সে ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার বিজয় বলিতে লাগিল "না—না—মনমোহন তোমার পায়ে ধরি, তুমি ওকথা বাবার কাছে কিছু বল'না—আমি চিরকাল অবিবাহিতই থাকবো"——

"পাগল আর কি",—বলিয়া মনমোহন সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বিজয় ভাবিল, আবার গিয়া মন্‌মোহনের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে, কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হইল; কারণ,—মন্‌মোহন বিজয়ের ঘর হইতে বাহির হইয়াই দ্রুতপদসঞ্চারে শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিল। বিজয় একদৃষ্টে তাহা দেখিল, দেখিতে দেখিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল, মনে মনে ভাবিল,—"পিতা কি মনে করিবেন।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিজয়ের সমস্ত ধমনী আবার সতেজে বহিতে লাগিল—লজ্জা, ভয়, মান, অপমান সব দূরে গেল, বিজয় ভাবিল,—"ভগবান শিখাইবেন, কেমন করিয়া পিতার সম্মুখে নিজ দোষ স্বীকার করিতে হয়।"

আর বিজয় সে বিষয় ভাবিল না, ধীরপদসঞ্চারে অন্তঃপুরে আহার করিতে গেল।

ধনবানের বাটী, স্বভাবতই আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশী দ্বারা পূর্ণিত থাকে—এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বিজয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্রই কেহ বলিলেন,—"কিগো বর! আবার 'বিয়ে কর্‌বো না, বিয়ে কর্‌বো না' বুলি ধরেচ কেন?" আর একজন অমনি বলিলেন"ওগো দিদি! আজ কাল্‌কার ছেলেরা সব ঐ এক বুলি ধরেছে; সকলেই ঐ কথা বলে, কিন্তু যদি ধরে বেঁধে বে দেওয়া গেলো, তা হ'লে আর ঠাকুর দেবতার চন্নামেত্তর পান করা হয় না—গিন্নীরপদ"—আরএকজন বলিলেন—"এই যেমন তুই তোর ভাতারকে খাওয়াস—না?"

পূর্ব্বোক্ত রমণী মুখের মত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া আর অধিক কথা কহিতে পারিল না।

এইরূপ নানা প্রকারে নানা রকম কথার ছাঁদে, বিবাহে, বিজয়ের মত জানিয়া লইবার জন্য অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। বিজয় নীরবে সকল প্রকার পরিহাস বা অনুরোধ বা আমোদজনক কথা, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আহার সমাপনানন্তর বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, মনমোহন তখনও শ্বশুরের সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত, সুতরাং একাকী বসিয়া থাকা অপেক্ষা উদ্যানে কিয়ৎক্ষণ বায়ু-সেবন উত্তম বিবেচনা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে রমণীগণ আবার মহাসমিতি বসাইয়া তর্কযুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন,—"মৌনেন সম্মতি লক্ষণং।" কেহবা বলিলেন,—"হয় তো, ছেলে খারাপ হয়ে গিয়েচে, কলিকাতায় পড়ার এই গুণ—হয় তো, কেউ গুণ করেচে।"

যাহা হউক তাঁহারা এইরূপে ঘণ্টা দুই চারি তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিলেন,—"যত শীঘ্র সম্ভব, বিবাহ দেওয়া উচিত।"

মনমোহন বিজয়ের পাঠ্যাগার হইতে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহা এখনও বলা হয় নাই। মনমোহন নীলরতন বাবুর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আদর সম্ভাষণ করিয়া প্রিয় জামাতাকে সম্মুখে বসাইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"বাবা! বিজয় বিবাহে অনিচ্ছুক কেন কিছু জানিতে পারিলে?"

মনমোহন। আজ্ঞে—তাহাকে আমি অনেক করিয়া বোঝাইলাম সে কোনমতেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়।

নীলরতন বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"অ্যাঁ কেন বাবা, তুমিও তার মত কর্‌তে পার্‌লে না?

মনমোহন। আজ্ঞে—না, সে অনেক জ্ঞানের কথা কয়, তা'র মুখের কাছে পেরে উঠা ভার।"

নীলরতন বাবু আরও অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জ্ঞানের কথা বাবা?"

মনমোহন। আজ্ঞে, সে বলে,—যে,—"যার সহিত চিরজীবন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি সকল বিষয়ে আমার সহায়িনী করে দিচ্চেন, তার কথা একবার অন্ততঃ আমায় জিজ্ঞাসা করা উচিত——

নীল। হাঃ—হাঃ—হাঃ—এটা তার পাগলামি। কি জান বাবা, আজ কাল ছেলেদের কেমন একটা দোষ হয়েচে, যে তাহারা নিজে নিজে স্ব স্ব প্রধান হতে চায়। তা, বিজয় যদিও আমার সে রকম ধাঁজের ছেলে নয়, তথাপি—কি জান, ওটা কালের স্বধর্ম্ম। তা বাবা, আমরা বুড়ো সুড়ো মানুষ অত শত বুঝি না। যদি আমার পছন্দে, বিজয়ের মত না হয়, তবে সে নিজে দেখিয়া বিবাহ করুক—আমার কোন

আপত্তি নাই। বিজয় আমার একটিমাত্র ছেলে, তার যাতে মনের অসুখ হয়, আমি কি তা করতে পারি।

মনমোহন। আজ্ঞে না—সে বিবাহ করিতেই অনিচ্ছুক, তার কারণ——

লজ্জায় মনমোহন আর কিছু বলিতে পারিল না, অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিল,—"বিজয়ের প্রণয়ের কথা বলিব কি না"

এমন সময় অন্তঃপুর হইতে জামাইবাবুর আহ্বান উপস্থিত—কাজে কাজেই মনমোহনকে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে আপাততঃ বিদায় লইতে হইল।

নীলরতন বাবু সেই নির্জ্জন গৃহে বসিয়া পুত্রের বিষয় অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন—মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন—অবশেষে অবধারিত করিলেন,—"বিবাহ না দিলে পুত্র অসৎ পথে গমন করিতে পারে, কারণ—যে পুত্র কখন তাঁহার অবাধ্য হয় নাই, যে কখনও তাঁহার অন্যায় কার্য্যের উপরেও কোন কথা কহে নাই, সে আজ হটাৎ এরূপ হইল কেন?"

যাহা হউক এ সময়ে বিজয় কোথা?—বিজয় উদ্যানে বায়ুসেবনার্থ গমন করিয়াছে এখনও প্রত্যাগত হয় নাই। উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিজয়ের একবার কুঞ্জে যাইয়া উপবেশন করিতে সাধ হইল। কুঞ্জের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বিজয় দেখিল সরোজিনী তথায় অধোবদনে উপবেশন করিয়া

আছে। সরোজিনী বালিকা—কিন্তু বালিকার এত গম্ভীর চিন্তা কোথা হইতে আসিল। যে বালিকা, আজ দুই দিন পূর্ব্বে ফুল্লকমলিনী—প্রায় সদা হাস্যময়ী ছিল—যাহার রূপবর্ণনায় দুই দিন পূর্ব্বে স্বাভাবিক কবি হয়তো একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করিতে পারিতেন—যে দুই মাস পূর্ব্বে, চিন্তা কাহাকে বলে তাহা জানিত না—তাহার এত গভীর চিন্তার কারণ?

সরোজিনী সন্ধ্যাকালে উদ্যানে আসিয়াছে, নিজে ফুলচয়ন করিয়াছে—সেই ফুলগুলি এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া দুইছড়া মালা গাঁথিয়াছে, তার পর সেই ফুলমালাকে দেখিতে দেখিতে কত কথা ভাবিয়াছে—ভাবিতে ভাবিতে চমক ভাঙ্গিয়া কতবার এদিক ওদিক দেখিয়াছে—দেখিতে দেখিতে 'পাছে কেহ আগমন করে' এই চিন্তায় চিন্তান্বিত হইয়া তাহা লুক্কাইত করিয়াছে, আবার 'লুকাইয়া সাধ মিটেনা' দেখিয়া, বাহির করিয়াছে—বাহির করিয়া তাহা নিজ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে—আবার নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া, শূন্যে কাহাকে মালা পরাইয়াছে—মালা মৃত্তিকায় পতিত হইলে, আবার তাহা কুড়াইয়া লইয়া ভাবিতে বসিয়াছে।

এইরূপ কত প্রকার অচিন্ত্য অব্যক্ত মনোভাব প্রকাশক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন পূর্ব্বক ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামাশায় যেন অধোবদনে বসিয়া আছে। বিজয় কুঞ্জদ্বারে গুপ্তভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই সকল উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে—

ভাবিয়াছে,—"হায় প্রণয়! তোমার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তুমি অবলা বালিকার এত সৌন্দর্য্য, এককালে তিরোহিত করিয়াছ। অনঙ্গ তোমার সহচর, ফুলশর তাঁহার যন্ত্রণাদায়ক বজ্র, তুমি তাঁহার বলেই চিরজয়ী। সমরক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত প্রতাপ সেনাপতি, যাহার বলে সুমেরু কুমেরু কম্পমান, তাহাকেও তুমি তোমার ফুলশরাঘাতে অন্যমনা করিয়া যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করাইতে পার। সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি, যদি একমাত্র ভূপতি হন, যদি তাঁহার অপ্সরাসদৃশ শত শত কিঙ্করী সদাসর্ব্বদা পরিচর্য্যায় রত থাকে, যদি তিনি দুগ্ধফেণনিভ শয্যাও কণ্টকিত বোধ করেন, তথাপিও তোমার ফুলশরাঘাতে, তুমি সেই অতুল অধীশ্বর ইন্দ্রতুল্য নরপতিকে, সামান্য কুটিরাধিষ্ঠাত্রী নীচবংশোদ্ভব জারজকন্যার নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করাইতে পার—তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। যে বালিকা প্রণয় কাহাকে বলে জানিত না, পরকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান কেমন করিয়া ভাবিতে হয়, তাহা যে এক বার স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাকে ক্রমে ক্রমে এতদূর করিয়া তুলিয়াছ। অল্প অল্প করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসে বাতাস গ্রহণের ন্যায়, অবলা বালিকা তোমায় অন্তরে পোষণ করিয়াছে—এখন তুমি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলে দারুণ দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছ—এই কি তোমার বিচার? যে বালিকা পরকে আপনার প্রাণ কেমন করিয়া

সঁপিয়া দিতে হয়, তাহা ঘুণাক্ষরেও জ্ঞাত ছিল না, তাহাকে তুমি এখন সকল চিনাইয়া—সকল শিক্ষা প্রদান করিয়া, নিরাশার অতল সাগরে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিতেছ। তুমি কাপুরুষ! তাই বীর্য্যবানের উপর বীরত্ব প্রকাশ করিতে চাহ না, যাও দেখি, "বিজন কানন মাঝে যথা যোগী তপস্যায় রত, অথবা তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি উপরে যথায় দেবাদ্দিদেব মহাদেব যোগারাধনায় মগ্ন"—ভস্ম হইয়া যাইবে, এই ভয়ে তুমি তথায় অগ্রসর হও না; কিন্তু অবলা বালিকা তোমার নিকট কোন্ অপরাধে অপরাধী, যে তুমি তোমার অতুল বিক্রম তাহার নিকট প্রকাশ কর? ধিক! তোমার নামে, ধিক তোমার মহত্বে।"

এইরূপে, বিজয় কুঞ্জদ্বারে লুক্কাইত থাকিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সরোজিনীর কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল, আর মনে মনে প্রণয়কে অশেষ তিরস্কার করিল।

এদিকে হটাৎ সরোজিনীর চমক্ ভাঙ্গিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—আবার কি ভাবিয়া বসিল,—আবার চিন্তা করিতে লাগিল। সরোজিনী দেখিল তথায় কেহ নাই, তখন সে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিল "আচ্ছা বিজয় কি আমায় ভাল বাসে?"

বিজয় মনে মনে বলিল,—"ভগবান জানেন, আমি তোমায় কত ভাল বাসি।"

সরোজিনী নিজে প্রশ্ন করিয়া, আবার নিজেই উত্তর করিল

"বিজয় আমায় ভাল বাসুক আর নাই বাসুক, আমি তাহাকে ভাল বাসি!"

আবার প্রশ্ন করিল,—"ভগবান কি আমার বিজয়ের সহিত স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ ঘটাইবেন?"

বিজয় মনে মনে বলিল,—"সে কথা ভগবানই জানেন"

সরোজিনী উত্তর করিল,—"নিশ্চয়ই"

প্রশ্ন। কেন?

উত্তর। যদি ঈশ্বরের সৃষ্টিতে, পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত এবং স্ত্রী পুরুষের সহিত মিলিত না হইলে, তাঁহার সৃষ্টি চলিবে না, এমত হয়, এবং এই যদি তাঁহার নিয়ম হয়, তাহা হইলে আমার জন্ত অন্ত কোন পুরুষ তিনি নিস্মাণ করেন নাই—ইহা নিশ্চয়। কারণ,—ব্যাভিচার পাপ, যদি বিজয় ব্যতীত অপর পুরুষ আমার স্বামীরূপে তিনি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন—তাহা হইলে তিনি আমায় ব্যাভিচারিণী করিলেন। ইহা কখন ঈশ্বরের নিয়ম হইতে পারে না, আর আমারও বিজয় ব্যতীত অন্যজনের সহিত মিলন হইবার আশঙ্কা নাই।

প্রশ্ন। তবে কি বিজয়ের বিবাহে বাধা পড়িবে? বিজয় মনে মনে বলিল,—"হাঁ পড়িবে, নিশ্চয় বাধা পড়িবে।"

সরোজিনীর প্রাণ উত্তর দিল,—"না—না—বিজয়ের বিবাহে বাধা পড়িয়া কাজ নাই—বিজয় সুখে থাক্। ভগবান আমার জন্ত অন্ত কাহাকেও ক্লেশ দিওনা——

বিজয় অতিকষ্টে, অথচ অতি সাবধানে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সরোজিনীর আবার প্রশ্ন হইল,—"তবে বিজয়কে ক্লেশ দিতে আর আমি এ সংসারে থাকিব কেন?—যদি বিজয় কোন ক্রমে আমার মনের ভাব অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে হয় তো—বিবাহ করা অন্যায় হইয়াছে" ভাবিয়া মনে মনে দুঃখিত হইতে পারে।

আর সরোজিনী আপনাকে প্রশ্ন করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভগবান আমি বিজয়কে ভাল বাসি—তুমি অন্তর্যামী! আমার অন্তরের ভাব তোমার নিকট অজ্ঞাত নয়। আমি বিজয়কে কোনরূপে ক্লেশ দিতে চাহিনা।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সরোজিনী আপনার কণ্ঠ হইতে একছড়া মালা উন্মোচন করিয়া শূন্যে হস্ত উত্থিত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল,—"অন্তর্যামী মধুসূদন! অবলার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি তোমায় সাক্ষী করিয়া এই মালা উদ্দেশে বিজয়ের গলায় অর্পণ করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। যদি বিজয় অপরের স্বামী হয়, বিবাহবাসরে তাঁহার অজ্ঞাতে যেন এই মালা তাঁহার কণ্ঠে শোভিত হয়"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া যেই সরলা বালা শূন্যে মালা হস্তচ্যুত করিবে, অমনি বিজয় কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মালা নিজকণ্ঠে ধারণ করিল।

সরোজিনী চক্ষু উন্মিলীত করিয়া যাহা দেখিল, তদৃষ্টে তাহার অন্তঃকরণ যে ভাব প্রাপ্ত হইল, তাহা আমার ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম।

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনে অনেক কথা কহিল, উভয়ে—উভয়, ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল—এবং তৎপরে উভয়েই নিজ নিজ বাসে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, বৎসরের পর বৎসর যায়, যুগের পর যুগও চলিয়া যায়, কিন্তু প্রণয়ী হৃদয়ের অনন্তবেদনা ঘুচিতে একদিন যে চলিয়া যায়—সেদিন অনন্ত যুগাপেক্ষাও অধিক। বিজয়ের বিবাহে গ্রামে অন্য সকলেরই আহ্লাদের সীমা পরিসীমা নাই—কিন্তু এক লহমার জন্যও সুখ নাই বিজয়ের। একদিন চলিয়া যায়, আর সেই সর্ব্বনেশে বিবাহের দিন, যেন রাক্ষসের ন্যায় বৃহৎ মুখব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

নীলরতন বাবুর এবং বাড়ীর অন্য সকলের যে প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহাতে বিজয়ের বিবাহ যত শীঘ্র সম্ভব তত শীঘ্র হইবারই উদ্যোগ হইতেছিল। স্বর্ণকার ইতিমধ্যেই যৌতুকস্বরূপ যে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত

হইয়াছে, তন্নির্ম্মাণেই সে ব্যস্ত। দিনের পর দিন যায়, বাটী ক্রমেই কোলাহলপূর্ণ হইতে থাকে। বিজয়ের হৃদয়ও এক-খানি কালোমেঘ ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র অবশিষ্ট। আয়ুবৃদ্ধান্ন এবং গাত্র হরিদ্রায় খুব ঘটা হইবে। বিজয় এসময় কোথায়? সে আজ নিজ গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া, করতলে আনত বদন রক্ষিত করিয়া, চিন্তাসাগরে নিমগ্ন আছে। হায় প্রণয়! তোমার কি আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তি!! তুমি যাহাকে আপনার করতলগত করিতে পার, তাহাকে যে তুমি কি কর তাহা বলা যায় না। কখন তাহাকে সর্ব্বোচ্চ শিখর মালা হইতে অতলসাগরজলে নিক্ষিপ্ত কর——কখন স্বর্গের চাঁদ আনিয়া বালকের ন্যায় তাহাকে ভুলাইয়া রাখ। আবার কখন সধবাকে উপপতি সম্মিলনে পুলকিত কর--কখন বা বিধবার উপর, আপনার প্রিয় সহচর বামদেবকে সাথে লইয়া, ফুলশর হানিয়াও বিফল মনোরথ হও; সতীর অমূল্য নিধিতে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া, সে জলন্ত বহ্নির নিকট অগ্রসর না হইতে পারায়, পরাস্থ হও! কাহার নিকট তুমি কি ভাবে গমন কর, তাহা বর্ণনাতীত। মদনের ফুলশরে কেহ বা মুগ্ধপ্রাণ হইয়া ফিরিয়া যায়, ক্রমে ধর্ম্মবলে আবার তাহাদের সম্মিলন হয়; আবার কখন বা অল্প বিশ্বাসী সন্দেহাক্রান্ত জীবকে অধর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার

প্রতিরোধ কর। তোমার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, সদসৎ বোধ নাই, যাহাকে যে প্রকারে ভুলাইতে পার তাহাকে সেই প্রকারেই আত্মভোলা করিয়া তোল। বালিকার কোমলপ্রাণে তোমার ক্ষমতা স্থানপ্রাপ্ত হইলে, তাহা ক্রমে বদ্ধমূল হইতে থাকে—তাহাতে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হয়। যুবকের সরল হৃদয়ে তোমার তীক্ষ্ণবাণ বিদ্ধ হইলে, ধর্ম্মভাব উত্তেজিত হইয়া তাহা অদর্শ-প্রণয়স্থল অধিকৃত করিতে পারে; আবার লাম্পট্যদোষ থাকিলে, সে তোমার শরে জর্জ্জরিত হইয়া নরককৃমিবৎ কত প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে। অতএব তুমি একরূপে জগৎকে হাসাও, আবার অন্যরূপে কাঁদাও, তোমাকে কি বলা উচিত বল দেখি। ওই যে অবনত-বদনে, বিজয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, ইহা কাহার কারণে? তুমি ভিন্ন বিজয়ের হৃদয় যাতনার দায়ী কে?

বিজয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কি ভাবিতেছে, কেন এত আনন্দেও সে নিরানন্দ, তাহা কে জানে। বিজয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইল—আবার বসিল,—যেন তাহার হৃদয়ের জ্বালা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছে না বলিয়াই তাহার শরীর অস্থির—যেন শত শত বৃশ্চিক দংশনে সে দংশিত হইতেছে।

বিজয় একবার উঠিয়া দাঁড়াইল—গৃহভিত্তিতে যে সকল চিত্র সজ্জিত আছে, তাহা দেখিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিতে সেইদিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু সামান্য চিত্রকরের

কি সাধ্য যে, প্রণয়াগ্নিদগ্ধ শরীরকে সে পুনঃ প্রফুল্লিত করে। বিজয় দাঁড়াইল, দুই এক পদ অগ্রসর হইল, আবার বসিয়া পড়িল। আবার উঠিল, আবার বসিল, এইরূপে অর্দ্ধ ঘন্টা চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া, কি ভাবিয়া শূন্যপ্রাণে একবার লক্ষ্য করিল—উদ্দেশ্যে ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতে লাগিল,—"করুণাসিন্ধু দয়াময়! তোমার বলে আমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—হৃদয়ের দুঃখ অন্তর্যামী তুমি সকলই অবগত আছ—আমার অপরাধ লইও না। পিতা প্রভূত-ধনের অধিকারী হইয়াও, আমার মনক্লেশ জানেন না; তাঁহার অপরাধ নাই, অপরাধ আমার। আমি যদি লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট নিজ ঘটনা বিবৃত করিতে পারিতাম—তাহা হইলে কি এ সর্ব্বনাশ ঘটিত। আমার প্রাণ একজনের নিকট বিক্রয় করিয়াছি, তজ্জন্য মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি,—প্রাণের বিনিময়ে প্রাণটি হৃদয়ান্তরিত করিয়াছি, এখন সে তাহা পুনঃ প্রত্যর্পণ করিবে কেন? যাহা হউক অদ্য রজনীই আমার কার্য্য সফল করিবে। আহা! আজ কি একবার সরোজকে দেখিতে পাইব না? যাই একবার উদ্যানে গমন করি, যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে একবার শেষ বিদায় লইব। যদি পুনঃ প্রত্যাগত না হইতে পারি, তবে অবলাবালা আমার জন্য কেন আশাপথ চাহিয়া থাকিবে"—বিজয় উদ্যানে গমন করিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শুক্লা চতুর্থীর শরচ্চন্দ্র নভোমণ্ডলে বসিয়া কৌমুদী-বিস্তারে জগৎ আলোকিত করিতেছেন। শ্যামলবর্ণের পাদপশিরে কৌমুদী ঢালিয়া দেওয়ায়, সেই কৌমুদীমাখা পাতাগুলি নীলকান্তমণিনিভ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। পতিকে সমাগত দেখিয়া কুমুদিনী একবার প্রেমকটাক্ষপাত করিল, কুমুদনাথ কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক উচ্চ-রবে হাসিতে লাগিল। চাঁদের হাসি দেখিয়া আকাশ হাসিল, প্রকৃতি হাসিল; পর্ব্বত, নদী, বন, উপবন, সকলি হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এত হাসি একজনের প্রাণে সহিল না—সে তাহার মায়াময় অঙ্গ বিস্তার করিয়া রাহুর ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল; সে একখানি কালো মেঘ। নববিকাশিত প্রসূন পরিমল লইয়া সন্ধ্যাপবন দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া বেড়াইতেছে—তদীয় প্রবাহে ধীরে ধীরে পুষ্করণীর জল বিকম্পিত হইতেছে। নিশাপতি রজনী-বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া দয়িতা মিলনসুখ অনুভব করিতেছে।

এমন সময় বিজয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এদিকে সরোজিনী বিজয়ের বিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া অবধি, প্রাণের গভীরতম দুঃখে মলিনা। নিজগৃহে বসিয়া অনেকক্ষণ অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া, একবার বিজয়ের সহিত প্রণয় মিলনের শেষ সাক্ষাৎ করিতে সাধ

হইল—দুইদিন পরে বিজয় পরস্বামী হইবেন, সুতরাং তাঁহাতে আর তাহার অধিকার কি? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চিরানন্দদায়ক কুঞ্জে যাইতে বাসনা হইল—সরোজিনী সেই দিকেই চলিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিল—তথায় ক্ষণকাল বসিয়া আবার কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—আবার সরোজিনী, কে জানে, কি স্থির করিয়া ভাগিরথী-তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

বিজয় অনেকক্ষণ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মনের আর স্ফূর্ত্তি না থাকাতে, সে ভ্রমণে বিরত হইয়া উদ্যানের প্রান্তভাগে যে সোপানশ্রেণী ভাগিরথীর গর্ভে অবতরণ করিয়াছে, তাহাতেই বসিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিল।

এমন সময়—আলুলায়িতকেশা, মলিনবেশা, সরোজিনী উন্মাদিনীপ্রায় তথায় উপস্থিত হইল—করযোড়ে ভাগিরথী পানে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল——

"মাতর্গঙ্গে স্রোতস্বিনী! তুমি কুলু কুলু রবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা লইয়া অনন্তসাগরে মিশিয়া যাইতেছ, তুমিই আমার অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র শান্তির আলয়। আর কিছুদিন পরে তোমাতেই জীবন বিসর্জ্জন দিব। একবার সাধ আছে, বিজয়ের বিবাহ দেখিব—আমার হৃদয়ের সাররত্ন, কাহার হইবে দেখিব—কিন্তু তাহা বোধ হয় হইবে না। বিজয়! সুখে

থাক; হে ঈশ্বর! বিজয়ের পিতা বিজয়ের বিবাহ দিতেছেন, কিন্তু তুমি জগতের পিতা, তোমার কি এই বিধান, যে এক জনের ধনকে অপরের হাতে সঁপিয়া দেওয়া? হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, আমার জীবনের সারভূত বস্তু, একমাত্র আশা-লতাকে অপরের হস্তে প্রদান কর্‌চো—এই কি তোমার বিচার? অবলা নারীর বধের জন্য কি, প্রভু প্রণয়ের সৃষ্টি করিয়াছ? ভগবান্! আমার জন্য আমি তত ভাবিনা—আমার মৃত্যু হইলে কাহার ক্ষতি নাই—বিজয়ও নিষ্কণ্টক হইবে। তবে আর আমায় এ সংসারে রাখিয়াছ কেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সরোজিনী আরও ভাগিরথীর তীরবর্ত্তি হইতে লাগিল।

আবার সরোজিনী নিজ বাটীর দিকে ফিরিল, উদ্দেশে সকলকে প্রণাম করিল, উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—"মা! বাবা! বিদায় দাও, অভাগিণী জন্মের মত চল্লো—তোমাদিগের নিকট আমি শতদোষে দোষী, আজ জন্মেরমত আর একটি অপরাধ করিয়া লই—আর তোমাদিগকে জ্বালাইতে আসিব না"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদাসমনে সরোজিনী সোপানাবলি অবতরণ করিতে লাগিল। সোপানের একপার্শ্বে বিজয় করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অনন্তচিন্তা করিতেছিল,—হটাৎ প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে সরোজিনীকে উন্মাদিনীর ন্যায় সোপানাবলি অবতরণ করিতে দেখিয়া সে

চমকিয়া উঠিল। সরোজিনী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই বিজয়কে পশ্চাতে রাখিয়া, সোপানাবলি অবতরণ করিয়া, প্রায় গঙ্গার জলের নিকটবর্ত্তি হইয়া, আর একবার বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"বিজয়! প্রাণনাথ!! তুমি আমার হ'লে না—

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বিজয় সরোজিনীর হস্তধারণ করিল—চমকিয়া সরোজিনী চাহিয়া দেখিল,—"বিজয়"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!—বিদায়!!

অনেকক্ষণ সরোজিনী বিজয়ের বক্ষস্থলে মস্তক রাখিয়া কাঁদিল—অনেকক্ষণ একটিও কথা কহিল না। বিজয় সরোজিনীর এ অবস্থা দেখিয়া, আপনার দারুণজ্বালা ভুলিয়া গেল—সরোজিনীর সহিত ক্রন্দনে যোগ দিল। বিজয়ের বক্ষে মস্তক রাখিয়া ও স্কন্ধে হস্ত স্থাপিত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সরোজিনী ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"বিজয়! তোমার বিবাহ হইবে, আমি সেপথে কেন কণ্টক হইব—আমায় ত্যাগ কর, আমি এ প্রাণ ভাগিরথী-সলিলে নিমগ্ন করিয়া অনলজ্বালা জুড়াই",—বলিতে বলিতে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, আর কথা সরিল না।

ক্ষণপরে বিজয় বলিল,—"না সরোজ আমি থাকিতে তা হবে না—তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'র?"

সরোজিনী। কই না।

বিজয়। তবে কেন গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলে?

সরোজিনী। যে আশালতা ধরিয়া এতদিন জীবিত ছিলাম—তাহা ছিন্ন হইয়াছে।

বিজয়। কে ছিন্ন করিল?

সরোজিনী। তোমার পিতা।

বিজয়। সরোজ! তুমি বালিকা, তাই আমায় অবিশ্বাস ক'র। তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলে, কিন্তু সরোজ! প্রাণ রেখেছি কার জন্য——

সেই নিভৃত নির্জ্জনস্থানে দুইজনে বসিয়া অনেকক্ষণ গলা ধরিয়া কাঁদিল, অনেক পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া অনেকক্ষণ দুঃখ করিল—অবশেষে, বিজয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বল সরোজ! আমার উপর তোমার এত অবিশ্বাস কেন?"

সরোজিনী। তোমায় তো আমি অবিশ্বাস করি না,— কিন্তু আমার জন্য তুমি এতলোকের মনে ক্লেশ দিবে?

বিজয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সরোজিনী পুনরায় বলিল,—"বিজয় তোমার সুখেরপথে আমি কেন কণ্টক হইয়া থাকিব। কোন্ ভাগ্যমানিনীর প্রতি ঈশ্বর সুপ্রসন্ন, আমি কেন তায় বাধা দিব"।

বিজয়। সরোজ! সে কথা তো অনেকবার প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি—যেদিন কুঞ্জে বসিয়া মালা বদলে আমাদের প্রাণে প্রাণে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতেই তো এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতেই তো—'তুমি আমার, আমি তোমার, অন্য কারও নয়রে' —স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতেই তো জানা আছে, যে আমার আর অন্য বিবাহ হইবে না। অন্য বিবাহের কথা তো সেই কুঞ্জমধ্যে প্রতিজ্ঞাতেই নিশ্বেসিত হইয়াছে, আজ কি আবার তাহা নূতন হইবে? জীবন যতদিন, ধমনীতে যতদিন বিন্দুমাত্র রক্ত প্রবাহিত হইবে, ততদিন অন্য বিবাহ যে অসম্ভব, একথা কি সরোজ তুমি বিশ্বাস করনা? সরোজ! মনে করেছিলে, আত্মহত্যায় করিয়া আমার সুখের বাধা ঘুচাইবে, কিন্তু তাহাতে কি তুমি আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিতে? তাহা হইলে আমি এ অতুল বৈভবের মায়া ছাড়িয়া সন্ন্যাসীবেশে বনে বনে তোমারি ছবি হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক উন্মাদ অবস্থায়ও সুখী হইতাম। একবার বিবাহে বাধা দিয়া, বিবাহ ভঙ্গ করিয়াছিলাম, এবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম, কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; কিন্তু এবার কিছুদিনের জন্য পিতার ভবন ত্যাগ করিব।

সরোজিনী। কোথায় যাইবে?

বিজয়। যেদিকে দুই চক্ষু যায়——

সরোজিনী। না—না—বিজয়! তুমি বিবাহ কর, আমার কোন—ক্লেশ—হইবে—না।

সরোজিনী এই কথা বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

বিজয়। না সরোজ! আমি আর কথায় ভুলিব না—আমি আজ রজনীতেই পলায়ন করিব; আশা করি, তুমি কিছুদিন ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে। আমি আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিব। তুমি আমার এই অঙ্গুরি নাও—যত্ন করিয়া রাখিয়া দিও; যদি কখন ফিরিয়া আসিতে পারি, তবে আবার আমায় পরাইয়া দিও—নচেৎ এই দেখা শেষ দেখা"—আর বিজয় কথা কহিতে পারিল না—চক্ষের জল গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। আবার সরোজিনী বিজয়ের গলা ধরিয়া বক্ষস্থলে মস্তক লুক্কাইত করিল—আবার অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

এদিকে বিজয় ভাবিল যে,—"অধিকক্ষণ এইরূপ ভাবে থাকিলে মায়া বাড়িতে পারে"—অতএব হৃদয়কে পাষাণে বাঁধিয়া নিজবক্ষ হইতে সরোজিনীর মস্তক উত্তোলিত করিল—সেই আরক্তিম ক্রন্দনোন্মত্ত গণ্ডদেশে একটি প্রেমভরে চুম্বন করিল—তার পর বলিল,—"সরোজ! বিদায়!—বিদায়!!—আর বিজয় সেখানে দাঁড়াইল না—আর ফিরিয়া চাহিল না, একেবারে সেস্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিল।

সরোজিনী যতক্ষণ বিজয়কে সেই কৌমুদীকিরণে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ সেইখানে নীরব নিথর নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। যখন ক্রমে ক্রমে বিজয় বিটপীশ্রেণীর মধ্যে বিলীন হইয়া গেল, তখন সে একটী অন্তরের অন্তস্থল হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অচেতনবৎ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

বিজয় সরোজিনীর নিকট বিদায় লইয়া সেই রজনীতেই কোথায় পলায়ন করিল, কেহ কোন অনুসন্ধান করিতে পারিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তথাপি বিজয়ের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এক মাস দুই মাস, তিন মাস, গত হইল—তথাপি বিজয়ের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, বা নীলরতন বাবুর বহুসংখ্যক অর্থব্যয়েও কোন সুফল দর্শিল না—সকলেই নিরাশ হইয়া একে একে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"কোন সন্ধান হইল না।"

যে কোন উপায়ে হউক সরোজিনী এ সমস্তই শুনিল। আবার এদিকে তাহার বিবাহের জন্য অনেক সম্বন্ধ আসিতে লাগিল—সরোজিনী দেখিল সমূহ বিপদ।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সরোজিনী শয্যা ত্যাগ

করিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাটীর বাহির হইল। নিকটবর্ত্তী গ্রামে একজন সুকণ্ঠি গায়িকা বাস করিত, সে ছয় মাস দেশে থাকিত, আর ছয় মাস তীর্থ পর্যাটনে অতিবাহিত করিত। সরোজিনী সেই রজনীর ঘোর অন্ধকারে মুড়িঝুড়ি দিয়া, সেই গায়িকার দ্বারে গিয়া আঘাত করিল। অনেকক্ষণ শিকলি নাড়িয়া ডাকাডাকির পর, গায়িকা জিজ্ঞাসা করিল "কেগা ?"

সরোজিনী। ওগো! তুমি দরজা খোল, আমি তার পর তোমায় সমস্ত বলিতেছি।

গায়িকা উঠিল, ভিতরের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া সরোজিনীকে প্রবেশ করিতে দিল। সরোজিনী সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেই, গায়িকা প্রদীপ জ্বালিত করিল এবং সরোজিনীকে চিনিতে পারিয়া বলিল,—"এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে গা ?"

সরোজিনী। কোথাও যাই নাই—যাইব ইচ্ছা আছে।

গায়িকা। কোথায় ?

সরোজিনী। তোমার মত তীর্থ পর্য্যটনে।

গায়িকা। ছি বন্! এমন কথা কি বল্‌তে আছে, তুমি সোমত্ত মেয়ে,—বাটীর বাহির হ'লে লোকে কি বল্‌বে ?

সরোজিনী। কেন তোমায় তো কেউ কিছু বলে না।

গায়িকা কি জানি কেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—মুখে কিছু বলিল না।

সরোজিনী। হ্যাঁ গা! তুমি অমন করে নিশ্বেস ফেল্‌লে কেন গা?

গায়িকা। বন্! আমার কথায় তোমার কাজ কি ভাই, আমার সে অনেক কথা।

সরোজ। ভাল, আর একদিন বলিও।

গায়িকা। বলিব। আচ্ছা বন্! তুমি ভদ্রলোকের ঘরের সোমত্ত মেয়ে—তাতে অবিবাহিত, এমন করে রাত্রিরে বেরোলে যে, তোমার পিতাকে জাতে ঠেল্‌বে।

সরোজ। আমার বাপ আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সরোজিনী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

গায়িকা। সে কি বন্!—আমি এই ক'দিন তোমাদের বাড়ীতে যেতুম্, তোমার বাপ মাকে তো একদিনও তোমার উপর অসদ্ব্যবহার কর্‌তে দেখিনি। বরং তাঁরা তোমায় যে কথা জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি তার আর এক রকম উত্তর দিতে, আর সর্ব্বদাই জানালায় বসে বসে কি ভাব্‌তে——

সরোজ। ওগো না, আমার বাপ মা আমায় মুখে বলে তাড়িয়ে দেন্ নাই।

গায়িকা। তবে কি পাকে-প্রকারে?

সরোজ। হাঁ।

গায়িকা। সে কি রকম?

সরোজিনী নিরুত্তর,—গায়িকা যেন কতক কতক বুঝিল,

—সরোজিনীর কথা কহিতে লজ্জায় আট্‌কাইয়া যাইতেছিল বলিয়া, যেন কিছু কিছু অনুমান করিয়া লইল; অবশেষে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তবে কি প্রেমের ছলনা?"

সরোজিনী। জানি না।

গায়িকা। তোমার না বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল?

সরোজ। হাঁ—সেই তো বিপদ।

গায়িকা আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, যেন কতক্ষণ কি ভাবিল, তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বুঝেছি"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুঙ্গের! সনাতন দুর্গ!!

মুঙ্গের অঞ্চলে এই সময় চারিদিকে বন জঙ্গল ছিল। পাহাড়ের উপর, ভিল সাঁওতালগণ বাস করিত, আর নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে অনেক লোকের বসতি ছিল। ইংরাজরাজ স্বকীয় মায়াজাল দ্বারা, ভারত জয় করিয়াও এই পর্ব্বত-নিবাসী ভিলদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই।

বনমধ্যে একটি ভগ্নদুর্গ ছিল, তথায় কতগুলি হিন্দুসন্তান বাস করিত। দুর্গাধিকারে সে সকল জমীজারাত ছিল, তাহাতে চাষ বাস করা হইত এবং উহা হইতে যে সকল ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহাতেই এই দুর্গের লোকগণের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

দুর্গপ্রাঙ্গন প্রায় ২০ বিঘা জমী; আজ তাহা নানা জাতীয় লোকজনে পূর্ণ—সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—

"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"

সেই দশহাজার লোক যখন সমস্বরে গগণ বিদীর্ণ করিয়া বলিতেছে,—"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"—তখন মনে হইতেছে, যে যদি ইহারা সকলে মিলিয়া এই সৃষ্টি সংহারক নাম মুখে উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হয়—তাহা হইলে না জানি ইহার কতই ফল দর্শে।

এই বহুজনসমাকীর্ণ ভীষণ জনতার মধ্যে একটি উচ্চ বেদী ছিল। একজন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই বেদীর উপর উঠিলেন, সকলে আবার সমস্বরে চীৎকার করিয়া রব তুলিল,

"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"।

সন্ন্যাসী একবার দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিল, আর তৎক্ষণাৎ বাজীকরের-হস্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সকলে স্থিরভাব ধারণ করিল।

সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "হে হিন্দুভ্রাতৃগণ! তোমরা আমায় যে পদ প্রদান করিয়াছ, তাহার মান রক্ষা করিতে আমি কতদূর সমর্থ হইব বলিতে পারি না। ভগবান আমার সহায়, তোমরা আমার দক্ষিণ হস্ত, আর এই সমস্বরোক্ত "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" ইহাই আমার বল। যদি পরমাণু সমষ্টি দ্বারা স্তূপাকার বস্তু হইতে পারে, যদি বারিকণা ক্রমান্বয়ে এক স্থলে জমিয়া জলরাশি হইতে পারে, তবে একতাসূত্রে গ্রথিত এই পঞ্চদশ সহস্র লোক, একত্র হইয়া কেন না এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে? আমাদের উদ্দেশ্য,—উৎপীড়িত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করা,

অত্যাচারকারীগণকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া, আর একতা স্থাপন করা। আমাদের দেশের রাজা যদি প্রপীড়ক হন, তাহা হইলে তাঁহার ভীষণ শাসন হইতে আমরা প্রপীড়িত ব্যক্তি-গণকে রক্ষা করিব। অত্যাচার-পীড়িত জনগণ যদি কখন তোমাদের সহায় যাচ্ঞা করে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহার সহায় হইবে—তাহাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। তোমরা প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে যে যথায় থাক, এই স্থানে উপস্থিত হইবে এবং কালী-করাল-বদনীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিবে। তৎপরে আবার যে যথায় ইচ্ছা গমন করিবে। দেশে দেশে তোমাদের একতার গীত গাহিয়া বেড়াইবে, আর সমস্ত ভারতবর্ষীয় হিন্দুসন্তানগণকে তোমাদের সহিত একমন একপ্রাণ করিতে চেষ্টা করিবে। যখন যথায় গমন করিবে একদল বাঁধিয়া যাইবে। বনমধ্যে বাস করিবে, সন্ধান রাখিবে,—কোথায় কি অত্যাচার হইতেছে; তৎপরে সকলে মিলিয়া সেই অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিবে। যদি কোথাও "হিন্দুরমণীর সতীত্বাপহারক" এমন কাহাকেও দেখিতে পাও, তাহা হইলে ছলে, বলে, কৌশলে, সেই দুষ্ট পাষণ্ডকে মহামায়ীর রাঙ্গাপদে বলি দিবে। দিবায় ছদ্মবেশে সকলে নগরে পরিভ্রমণ করিবে—কোথায় কি অত্যাচার হইতেছে তাহার সন্ধান লইবে, আর রজনীতে তোমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সকলে একমত হইয়া "হর হর ব্যোম

ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা” এই নাম উচ্চারণ করিয়া সেই অত্যাচারকারীগণকে দণ্ড বিধান করিতে অগ্রসর হইবে। যদি দেখ, তোমাদের দল, সে স্থলে সম্যক বলবান নয়, তাহা হইলে নিকটস্থ অন্য দলের সাহায্য যাচ্ঞা করিবে, কারণ, তোমাদের দল সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। তাহারা তোমাদিগের সহিত মিলিত হইলে, তবে তোমরা স্বকার্য্য সাধনে যত্নবান হইবে। যে যথায় থাক, সকলেই সকল দলের নেতার নিকট সংবাদ পাঠাইবে—কে কোথায় কতদূর কার্য্য পালন করিতে পারিতেছ বা কোন দল কোথায়, অবস্থান করিতেছ। যদি কেহ তোমাদের দলভুক্ত হইতে চায়, তাহা হইলে সহসা তাহাকে তোমাদের বাসস্থান দেখাইও না। কৌশলে প্রথমে তাহার মনোভাব জ্ঞাত হইবে, তার পর তাহাকে নানা প্রকার পরীক্ষা করিবে, তার পর তাহার মস্তকে মহেশ্বরের পাদদেশের পূজার ফুল অর্পণ করিয়া, দলভুক্ত করিয়া লইবে এবং এই স্থানে সংবাদ দিবে। এই আমাদিগের উদ্দেশ্য—এই আমাদিগের ধর্ম্ম, এখন সকলে মিলিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে বল—“হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা”। সমস্বরে গগণ বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় সেই রব উঠিল “হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা”।

আবার সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—“আপাততঃ আমাদিগের উৎসব শেষ করিতে যতদিন লাগে, ততদিন অন্য

কোন বন্দোবস্ত হইবে না। উৎসব শেষ হইলে, একদিন একটি বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া কোন্ দল কোথায় যাইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এক এক দলের এক এক জন নেতা নির্ব্বাচিত হইবেন—তাহাও সেই দলের অনুমতি সাপেক্ষ; অর্থাৎ তাঁহারা স্বইচ্ছায় যাঁহাকে মনোনীত করিবেন তাঁহাকেই আমি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইব। বিদেশে যদি নেতার সহিত কোন প্রকার মনোবিবাদ হয়, তাহা হইলে সে বিষয় প্রথমতঃ আপনা আপনি মীমাংসা করিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতে মীমাংসা না হয় তাহা হইলে "আদি দুর্গে" সংবাদ দিবে। যতদিন পর্য্যন্ত "আদি দুর্গ" হইতে কোন সংবাদ বা অভিমত প্রাপ্ত না হও, ততদিন স্বমতে কোন কার্য্য না করিয়া সেই নেতার অভিমতেই চলিবে—এখন আর একবার সমস্বরে বল,—"কালী-করালবদনী মা"।

সকলেই শব্দের প্রতিধ্বনিবৎ চীৎকার করিয়া বলিল "কালী করালবদনী মা"।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুইজন সন্ন্যাসিনী।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। পথিকগণ নিজ নিজ আশ্রয় অনুসন্ধানে চলিয়াছে। বিহঙ্গকুল সমস্তদিন শূন্যপথে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ শাবকগণের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে যৎকিঞ্চিৎ আহারীয় সংগ্রহ করিয়া নিজ কুলাভিমুখে গমন করিতেছে। গোচারকগণ বেত্রযষ্টি হস্তে করিয়া গগণমণ্ডল ধূলাকীর্ণ করিয়া, একপাল গাভী লইয়া আবাসস্থানে ফিরিতেছে। ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ দোকানে প্রদীপ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় বর্দ্ধমানের ট্রাঙ্ক্ রোড্ দিয়া দুইটী যুবতী-সন্ন্যাসিনী দ্রুতপদে গমন করিতেছে।

দূর হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে যখন তিনি নিকটবর্ত্তি হইলেন—তখন সন্ন্যাসিনীগণ একটু পাশকাটাইয়া দণ্ডায়মান হইল। সন্ন্যাসী বিনীত

ভাবে নতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কোথায় যাইবে মা"।

একজন সন্ন্যাসিনী উত্তর দিল,—"বাবা! আমরা নিকটস্থ গ্রামে কোন আশ্রয়স্থান গ্রহণ করিয়া, আজ তথায় অবস্থান করিব, কাল প্রত্যুষেই আবার প্রস্থান করিব।"

সন্ন্যাসী যেন কথঞ্চিৎ চিন্তাকুলনেত্রে উত্তর করিলেন— "কিন্তু মা! সন্ধ্যা যে আগত প্রায়।"

সন্ন্যাসিনী। "তাহাতে চিন্তার কারণ কি?"

সন্ন্যাসী। "মা! এই বর্দ্ধমানের একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার আছে,—তাহার তাঁবে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল এবং অস্ত্রশস্ত্রধারী সিপাই আছে; সেই পাষণ্ডের নাম নবকুমার রায় চৌধুরী। সে তাহার কতকগুলি লাঠিয়াল চর, রজনীতে তাহার জঘন্য পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখে, এবং ছলে, বলে, কৌশলে, সতীর সতীত্ব নষ্ট করে।"

সন্ন্যাসিনী। বাবা! আমরা সন্ন্যাসিনী—আমাদিগের রূপ গুণের গরিমা কি? আমাদের তো কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আর যদিও বিপদ হয় "কালী-করালবদনী" বিপদে ত্রাণ করিবেন।

সন্ন্যাসী। আপনাদের সাহসকে ধন্য, কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি সম্প্রতি কোন বিপদে পড়েন, তাহা হইলে

যদি কেহ আপনাদিগের উদ্ধারার্থ গমন করেন, আপনারা তাঁহাকে "বি" বলিয়া প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা "জয়" বলিয়া আপনার কথার উত্তর দিবেন,—অর্থাৎ যদি আপনারা "বি" এই কথা বলেন, আর "জয়" এই কথায় উত্তর প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বুঝিবেন, যে, কালী-করালবদনীর কৃপায় সত্বর উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন।

সন্ন্যাসিনী। "বি" এবং "জয়" অর্থ কি?

সন্ন্যাসী। "বি" অর্থে "বিপদে রক্ষা কর"; "জয়" অর্থে "ভয় নাই, ভগবান আমাদের যে নেতা পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নামে আমরা সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারি, অন্য কোন ছার—আপনাকে উদ্ধার করিব।"

আর সন্ন্যাসী কোন কথা কহিলেন না, দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসিনীদ্বয় ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

১ম সন্ন্যাসিনী। বন্! এ রূপের ডালি নিয়ে কেন বাড়ী থেকে বেরুলে? শুন্‌লে তো সন্ন্যাসী কি বল্‌লেন?

২য়। বল্‌লেন আর কি? ওঁর একটি সন্ন্যাসিনী আবশ্যক, তাই তোমায় ডাক্‌ছিলেন।

১ম। তোমার যদি নাগরের সাধ হয়ে থাকে, তবে আর কেন এ বিড়ম্বনা।

২য়। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে যেতে, তা হ'লে জান্তে পারতে, উনি কাকে পছন্দ করেন। আচ্ছা দিদি এখান থেকে কাশী কতদূর?

১ম। অনেক দূর।

২য়। দিদি, শুনেছি কাশীতে বড় বড় গণককার আছেন, তাঁহারা ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান বলিতে পারেন।

১ম। কে কোথায় আছেন—তাঁহারা তাহাও বলিতে পারেন।

২য়। যাও।

১ম। কেন? সত্য কথা বল্‌লেও কি রাগ হয়?

২য়। না রাগ কর্‌বো কেন, তাঁহারা যাহা বলেন তাহা কি সত্য হয়?

১ম। না হলে আর তাঁদের নাম কর্‌তো কে।

২য়। চল আমরা কাশীতে যাই।

১ম। বন্! যদি কোথাও তাঁর দেখা পাই, তবে কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিব।

২য়। যাও, আমি জানি না।

১ম। প্রথমে দুই চারিটি ধর্ম্মবিষয়ক গীত গাহিব, তৎপরে, আদিরস সংঘটিত দু একটি গান গাহিয়া দেখিব. তাঁহার নিজ মনের যাতনার সীমা কতদূর—তার পর গাহিব——

(গীত)

দেখিলাম সরোজিনী,
নতমুখী কমলিনী,
বিজয় বিরহে কাতরা হে।
বাষ্পপূর্ণ সুলোচনে,
নাহি যায় কুঞ্জবনে,
নিজ গৃহে একমনে,
বিজয় বিরহে কাতরা হে।

১ম। তার পর কি গাইবো জান?

২য়। না।

১ম। তার পর——

(গীত)

আকুল অবলা, ব্যাকুলা ললনা,
শীর্ণকায়া দীনা, বিবসা মলিনা।
কাঁদায়ে রাধায়, কি সুখ ব'লনা,
যাও ব্রজে শ্যাম, রাধায় ছ'লনা।
বিরহিণী রাধা কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
ধুলায় লুটায় শ্যামের লাগিয়ে।
অলঙ্কার সব তুচ্ছ জ্ঞান করি—
ফেলেছে ধরায়; ক'রনা গহরি,
যাও ব্রজে শ্যাম রাধায় ছ'লনা।"

এইরূপে নানা প্রকার কথা কহিতে কহিতে দুইজন সন্ন্যাসিনী অগ্রসর হইতে লাগিল। হটাৎ পাঁচ ছয় জন মুস্কো-জোয়ান লাঠিয়াল পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের চক্ষু বাঁধিয়া ফেলিল। কেহই চীৎকার করিতে পারিল না। মুখ হস্ত পদ বাঁধিয়া দস্যুগণ তাহাদিগকে শূন্যে শূন্যে কতদূর লইয়া গেল, তাহা তাহারা জানিতে পারিল না, মনে মনে উভয়েই ভাবিল,—"কেন সন্ন্যাসির কথায় পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলাম না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমানের স্থানীয় সম্প্রদায়।

মুঙ্গেরের "সনাতন দুর্গের" বর্দ্ধমানে যে শাখা সম্প্রদায় ছিল, এবং তথায় যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা "বর্দ্ধমানের স্থানীয় সম্প্রদায়" এই নামে অবিহিত হইতেন।

বর্দ্ধমানের সুবিস্তৃত প্রান্তপারে একটি অনেক কালের পুরাতন ভগ্নবাটী ছিল। "শাখা সম্প্রদায়" এই স্থানে অবস্থিতি করিতেন এবং মুঙ্গেরের "আদিদুর্গের" নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ নিজ উদ্দেশ্য পালন করিতেন। যে দিন বর্দ্ধমানের পথে একজন সন্ন্যাসী, দুইজন সন্ন্যাসিনীকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দিন রজনীতে একজন সন্ন্যাসী ভ্রাতা দ্রুতবেগে আসিয়া সেই ভগ্নবাটীতে প্রবেশ করিলেন এবং নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "বিপদ নিশ্চয়ই!! আমি তাঁহাদিগকে অনেক সাবধান

করিয়া দিয়াছি—তথাপি কি জানি তাঁহারা স্ত্রীলোক। তাহার উপর, তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস, যে,—সন্ন্যাসিনী হইলে পাশব-প্রবৃত্তি মনুষ্যদিগের নিকট স্ত্রীলোকের রূপ-গরিমা থাকে না।"

এই পুরাতন ভগ্নবাটীতে প্রতি-বৎসর একদল সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করিতেন এবং বৈশাখ মাসে তাঁহারা কে কোথায় প্রস্থান করিতেন তাহা কেহ জানে না। বাড়িটী দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় দুই বিঘা জমী লইয়া নির্ম্মিত। বাহির এবং ভিতর মহল্ লইয়া বিংশতিটি ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘর। এক শত কুড়ি জন সন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। এই দলের নেতা,—সত্যবিজয়, জয়রাম, নিত্যানন্দ এবং সদানন্দ এই চারিজন। ইঁহাদের পরামর্শেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। যদি উচ্চ পরামর্শের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পত্রের দ্বারা অথবা বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা, মুঙ্গেরের ভগ্ন দুর্গস্থিত প্রধান সভা হইতে মত জানিয়া, কার্য্য করা হয়। আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একটী ক্ষুদ্র কক্ষে—সত্যবিজয় জয়রাম, নিত্যানন্দ এবং সদানন্দ এই চারিজন নেতায় বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন।

নিত্যানন্দ বলিলেন,—"মুঙ্গেরে জানাইবার আর অবকাশ নাই; সতীর সতীত্বই অমূল্য নিধি, যদি আমরা এতজন মহেশ্বরের সেবক জীবিত থাকিয়াও, সতীকে রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের মৃত্যুই শ্রেয়"—

জয়রাম। ছয় জন লাঠিয়াল নবকুমার রায় ... ভাগিরথী তীরস্থ উদ্যানে উভয় সন্ন্যাসিনীকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে উদ্যানে আরও বিংশতি জন লাঠিয়াল মজুত আছে। আমাদের সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশজন ভ্রাতা তথায় অস্ত্র শস্ত্র সমেত উপস্থিত হওয়া আবশ্যক; কি জানি যদি তাহাদের আরও অধিক লোক থাকে।

সত্যবিজয়। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশজন ভ্রাতায় মিলিয়া তথায় উপস্থিত হইব। চল আর অধিক বিলম্বে কাজ নাই— এতক্ষণ না জানি পাপিষ্ঠের হস্তে সতীত্বের কতদূর তেজ আছে?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চারিজন নেতায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণপণ-যতনে তুর্য্যধ্বনি করিলেন।

মুহূর্ত্ত মাত্র অতীত হইতে না হইতেই, পিপীলিকা শ্রেণীবৎ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ৫০।৬০ জন সন্ন্যাসী "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" এই নাম উচ্চারণ করিতে সেই বৃহৎ বাটীর প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সদানন্দ উচ্চ বেদীর উপর আরোহণ করিয়া একবার তুর্য্যধ্বনি করিলেন। ক্ষণ পরেই জয়রাম, নিত্যানন্দ, ও সত্যবিজয় এই তিন জনে মিলিয়া সেই তুর্য্যধ্বনির সহিত যোগ দিলেন, তৎপরে সেই তুর্য্যধ্বনি শব্দ বিলীন হইতে না হইতে, সেই পঞ্চাশ ষাট জন সন্ন্যাসী ভ্রাতা উচ্চরবে গগণ বিদীর্ণ করিয়া বলিল "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা।"

সদানন্দ বলিলেন,—"বি"

সকলে সমস্বরে উত্তর দিল "জয়।"

জয়রাম বলিলেন "বি"

সকলে সমস্বরে উত্তর দিল "জয়।"

সত্যবিজয় বলিলেন "বি"

সকলে সমস্বরে উত্তর করিল "জয়।"

নিত্যানন্দ বলিলেন "বি"

সকলে সমস্বরে উত্তর করিল "জয়।"

সদানন্দ বলিলেন "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"

সকলে পুনরায় বলিল "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"

সদানন্দ বলিলেন,—"সহৃদয় ভ্রাতৃগণ! আজ তোমাদের জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবার জন্য মহেশ্বরের আদেশ হইয়াছে। নবকুমার রায়চৌধুরী নামক কোন এক পাষণ্ড, দুই জন যুবতীর সতীত্ব হরণ করিবার জন্য পাশববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; ভগবানের কৃপায় আমরা এই কয়জনেই তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিতে সমর্থ হইব সন্দেহ নাই। সংহার, কর্ত্তা মহেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক, চল আমারা পাষণ্ড দলনে অগ্রসর হই, সতীর সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিলে, আমরা আমাদিগের ধন্য বলিয়া স্বীকার করিব। সকলে একবার

চীৎকার করিয়া বল,—"হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বিশ্বেশ্বর ভোলা।"

সকলে আবার সমস্বরে উত্তর দিল,—"হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলা।"

তার পর সকলে ভাগিরথী তীরাভিমুখে তীর বেগে ছুটিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে রজনীর অন্ধকারে সকলেই বিলীন হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নবকুমার রায় চৌধুরী।

নবকুমার রায় চৌধুরীর ভাগিরথী তীরস্থ উদ্যানটী বেশ সুবিস্তৃত; মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ বাটী, তৎ চতুঃপার্শ্বে ঝিল। উদ্যানের মধ্যে অনেক প্রকার ফল মূলের বৃক্ষ সুন্দর ভাবে ও মার্জ্জিত রুচি অনুসারে রোপিত।

বাটিটী দ্বিতল, পূজার দালান সমেত চক মিলান। দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত বৈঠক খানা আছে, আজ তাহাতেই একজন সন্ন্যাসিনী বন্দিনী।

সন্ন্যাসিনী ক্ষণে ক্ষণে অচেতন হইতেছে; আবার চেতনা হইলেই শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছে, এইবার সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, চারিদিগের দ্বার গবাক্ষে প্রাণপণ-যতনে সেই কোমল কর দুখানির দ্বারা সজোরে আঘাত করিল,

কিন্তু কোনটিই উন্মুক্ত হইল না। অবশ অচেতন হইয়া সন্ন্যাসিনী বসিয়া পড়িল।

এমন সময় নবকুমার রায় চৌধুরী তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে, মৃদু হাসি হাসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। পাষণ্ডকে দেখিয়াই সন্ন্যাসিনী সিহরিয়া উঠিল।

পাঠক! সন্ন্যাসিনীকে "সন্ন্যাসিনী" বলিতে আমাদের লেখনী বড়ই আপত্তি করিতেছে। কারণ, সেই ভস্মাবৃত সুন্দর কান্তি, সেই আকর্ণ বিস্তৃত অথচ মাধুরিময় উৎপল সদৃশ নয়ন দেখিয়া, কে তাহাকে "সন্ন্যাসিনী" বলিলে বিশ্বাস করিবে? যে রূপ দেখিলে মন্মথও উন্মত্ত হইয়া পড়ে, ইন্দ্রও পুনরায় গৌতম রূপ ধারণ করিতে পশ্চাদপদ হয়েন না, যে রূপ দেখিলে মহাদেবও "মদন ভস্ম" না করিয়া স্বইচ্ছায় ফুল-শরাঘাত সহ্য করিতে সক্ষম, সে রূপ সন্ন্যাসিনীর ছায়াবৃত অঙ্গের সহিত কি তুলনা হয়? তাই আমাদের লেখনী এত আপত্তি করিয়া বলিতেছে,—"সন্ন্যাসিনীকে সন্ন্যাসিনী বলিও না।"

নবকুমার রায় চৌধুরী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই মনে মনে বলিল,—"এ কি কোন স্বর্গীয় অপ্সরি না কোন দেবীর ছলনা?"

তারপর ক্ষণিক অনিমেষ লোচনে সন্ন্যাসিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"সুন্দরী! ও চারু বয়ান ভস্মাচ্ছাদিত

করিয়া রাখিলে কি শোভা হয়? আমার প্রতি সদয় হও, বহু মূল্যবান্ অলঙ্কারে শোভিত করিব।"

সন্ন্যাসিনী করযোড়ে ভীত স্বরে উত্তর করিল,—"আপনি যেই হউন, সতীর সতীত্ব রক্ষা করুন"———

নবকুমার। আমি তোমায় বিবাহ করিব। তোমার সতীত্বে হস্তক্ষেপ করে পৃথিবীতে এত সাধ্য কার?—

সন্ন্যাসিনী। আপনি আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা। আমি বিবাহিত, আমার উপর যদি কেহ 'পাশবাচরণ করে, তাহা হইলে আপনি আমার পিতার স্বরূপ আমার সতীত্ব সংরক্ষণে যত্নবান হউন, এই আমার প্রার্থনা——

সন্ন্যাসিনীর সকল কথা মুখবিবর দিয়া বহির্গত হইতে না হইতেই জীমূত-গর্জ্জন-ধ্বনির ন্যায় উদ্যান বাহিরে "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" এই রব উত্থিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই রব নৈশগগণ কাঁপাইয়া আরও নিকটবর্ত্তী হইল। নবকুমার সভয়ে পশ্চিম দিকস্থ জানালা উন্মুক্ত করিয়া, শুভ্র চন্দ্রালোকে দেখিল, ৫০।৬০ জন সন্ন্যাসী ত্রিশূল, তরবাল ও লাঠি হস্তে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। বাটীর সম্মুখে দুইজন লাঠিয়াল তাহাদিগের দস্যু বিবেচনায় লাঠি ঘুরাইতে আরম্ভ করাতে, তাহাদের মস্তক তৎক্ষণাৎ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সেই স্থানে বিলুণ্ঠিত হইল। সন্ন্যাসিনী এই সময়ে সভয়ে "বি" বলিয়া চীৎকার করিতে

লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্রধারী সন্ন্যাসীগণ দ্বিতলে উঠিল; —উচ্চ রবে "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" এই রবে শব্দময়ী-কক্ষ কম্পিত করিয়া তুলিল।

আবার সরোজিনী সভয়ে বলিল,—"বি" তখন সেই পঞ্চাশ ষাট্ জন সন্ন্যাসী সমস্বরে উত্তর করিল,—"জয়"।

সদানন্দ তীব্রস্বরে নবকুমারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "পামর! পাষণ্ড!! দুরাচার!! রমণীর সতীত্ব অপহরণ করিতে যাহারা অগ্রসর হয়, আমরা মহেশ্বরের আদেশ ক্রমে তাহাকে এইরূপে শাস্তি প্রদান করি,—" এই বলিয়া সজোরে লগুড়াঘাত করিলেন। ভীষণ চীৎকার করিয়া নবকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জয়রাম। মা! আমি আপনাদিগকে সন্ধ্যাকালে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, আপনারা সাবধান হইলে এতদূর ঘটিত না।

সন্ন্যাসিনী কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, জয়রাম চরণে প্রণিপাত করিল। জয়রাম সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সত্যবিজয় বলিলেন,—"মা! পাষণ্ড আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হইয়াছে কি?"

সন্ন্যাসিনী মুহূর্ত্ত মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া নত মুখে উত্তর দিল,—"না।"

তখন চারিজন সন্ন্যাসী নবকুমারকে বন্ধন করিয়া শূন্যে শূন্যে লইয়া চলিল।

জয়রাম, সত্যবিজয়, সদানন্দ, এবং নিত্যানন্দ সন্ন্যাসিনীকে অগ্রসর হইতে বলিয়া ভক্তিভাবে বিজয় নিনাদে বলিলেন,—"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা।" সকলেই সমস্বরে সেই শব্দের অনুকরণ করিল তৎপরে ধীরে ধীরে সকলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সোহাগ।

কলিকাতা—সহর, স্বর্গপুরি তুল্য সৌন্দর্য্যময়। সহর-ভিতরে চতুর্দ্দিকে রাজবর্ত্ম; যেন কলিকাতার দৈর্ঘ্য পরিমাণ মানসে, কুলাবলম্বন করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভি-মুখে ধাবিত হইতেছে। দ্বিতল ত্রিতল বাটীগুলি সূর্য্যের গমন রোধ করিবার জন্যই যেন, নভঃ প্রদেশে ধাবিত হইতেছে। এই সহরের পশ্চিম দিকে পতিত-পাবনী গঙ্গা তর তরে তরঙ্গ-মালা উৎপাদন করিয়া সিন্ধু উদ্দ্যেশে গমন করিতেছে। তরণী-শ্রেণী সকল ভাগিরথী-বক্ষস্থ তরঙ্গ-নিচয় বিচূর্ণিত করতঃ সবেগে ধাবিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; রাজবর্ত্ম সকলে অসংখ্য দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিয়া দিতেছে; আকাশ-বিহারী নক্ষত্র-বৃন্দ, নয়নানন্দদায়ী

নিশাপতি চন্দ্রমণ্ডল, নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া গঙ্গা মধ্যে দ্বিতীয়-স্বভাব-শোভা উৎপাদন করতঃ দর্শকের মন প্রাণ প্রফুল্লিত করিতেছে। জহ্নুতনয়া এই সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পারাবার দর্শনে গমন করিতেছেন।

এই কলিকাতা সহরে মন্‌মোহনের বাটী। সরলা শ্বশুরালয়েই অবস্থিত। সরলা বিজয়ের কনিষ্ঠ ভগিনী, বয়ক্রম পঞ্চদশবর্ষ। সরলা সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিভা লইয়াই যেন এ যৌবনের ভারে টলমল্ করিতেছে। তাহার সেই সুদীর্ঘ-অরাল-নিবিড়-জলদ-কান্তি-কেশ-জাল-বিজড়িত-বেণী দর্শনে ভুজঙ্গবরও আপনাকে লজ্জিত বোধ করে। পাঠক! এতক্ষণ কেবলমাত্র সন্ন্যাসিনীই দেখিয়াছেন, প্রকৃত সৌন্দর্য্য এখনও দর্শন পথের পথিক হয় নাই। সন্ন্যাসিনী, আর সংসার-সাগরের তরণী-স্বরূপা গৃহিণী—অনেক প্রভেদ। কোন কবি ইহা তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন,—"কোথায় নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত, প্রী[illegible] পরিচারিকায় অলঙ্কৃত সুরম্য সৌধালয়, আর কোথায় ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল জনমানবশূন্য বনজাত তরুমূল; কোথায় দুগ্ধ-ফেণনিভ অথবা বিবিধবর্ণে অলঙ্কৃত শয়ন-শোভিত সুবর্ণ-পালঙ্ক, আর কোথায় অযত্নাহৃত ধূলিকর্দ্দমলিপ্ত শুষ্কতরু পত্রাসন; কোথায় সেই সুখপ্রদ সাজসজ্জা, আর কোথায় কন্টক-কুশ-নিচয়; কোথায় সুচারু কারুকার্য্য সম্বলিত বারাণসী সাড়ী, আর কোথায় গৈরিক-মৃত্তিকা-রঞ্জিত স্থূল-কার্পাস বস্ত্র

অথবা তরুবল্কল; কোথায় অমৃত-বিনিন্দিত রসনানন্দ-জনক বিবিধ ভোজনীয়, আর কোথায় ভিক্ষালব্ধ স্থূল তণ্ডুল অথবা বন-জাত কটু-তিক্ত-কষায়াদি ফলমূল; কোথায় কর্পূর-বাসিত-সুশীতল পানীয়, আর কোথায় গলিতপত্র কষায়িত পল্বল-বারি; কোথায় সখিগণের সুমধুর রসালাপ, আর কোথায় ভয়সঙ্কুল শ্বাপদ-কুল-গর্জ্জন"। এই প্রকার সরলার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত সন্ন্যাসিনীর তুলনা হয়। সরলা,—সংসার-গৃহিণী, সন্ন্যাসিনী উদাসিনী। যাহা হউক গ্রন্থকার এ প্রকার সমালোচনায় কাহাকেও উচ্চপদ প্রদান করিতে স্বীকৃত নয়; তাঁহার মতে উভয়ই সমান।

সরলা নিজ কক্ষে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে মন্‌মোহন মধুর-হাসি হাসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সরলা একবার স্বামীর দিকে চাহিল, তারপর নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল। "দাদার কোন সন্ধান পাইলে কি?"

মন্‌মোহন। না।

সরলা। বাবা কাল আরও পাঁচ সাতবার মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন সংবাদ পাইলাম।

মন্‌মোহন। বাস্তবিক বিজয় এত নিষ্ঠুর তা কে জানিত।

সরলা। কেন দাদার দোষ কি? দোষ সব তোমারই। তুমি যদি অন্ততঃ আমাকেও বলিতে, তাহা হইলেও এত গোল ঘটিত না। সরোজিনীর সহিত দাদার বিবাহ হইতে

কোন্ বাধা ছিল না, সমান ঘর, বাবাকে মার দ্বারা যদি একবার বলাইতাম তাহা হইলে কি আর এতদূর ঘটিত।

মন্‌মোহন। তোমার দাদা তাঁহার গুপ্তকথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

সরলা। বাঃ—তাই বলিয়া একটা সোণার সংসার ধ্বংস হইয়া যায় দেখিয়াও, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পার নাই—ছি! তুমি পুরুষ, তোমার এ বুদ্ধি হইল না।

মন্‌মোহন। তুমি আমায় প্রতিদিন ঐ এক কথাই বলিবে—একটা না হয় অপরাধই হইয়াছে।

সরলা। তোমায় আমি সমস্ত জীবন এক কথাই বলিব—বলিতে পারি, তাই বলিব।

মন্‌মোহন। বলিতে পার তাই বলিবে? এমন কি অপরাধ যে তাহার ক্ষমা নাই।

সরলা মৃদু হাসিয়া নতমুখে উত্তর করিল,—"অপরাধ তুমি আমার স্বামী"।

মন্‌মোহন। কে বলিল আমি তোমার একলার স্বামী।

সরলা। আমি তা নিশ্চয় জানি।

মন্‌মোহন। না আমি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিব।

সরলা। ইস্—এত সাধও যায়।

মন্‌মোহন। সাধ যাবে না কেন? পুরুষের দুই বিবাহ কি হয় না?

সরলার নয়ন দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। স্বামীর হস্তধারণ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে উত্তর করিল,—"তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় অমন কথা ব'ল না,—আমার কান্না পায়।"

মনমোহন আর অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। সেই ক্রন্দনোন্মুখী ঈষৎ রক্তিমাভা-বিশিষ্ট কপোল-দুখানিতে দুইবার চুম্বন করিল। সোহাগে সরলা কাঁদিয়া ফেলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চারিটি ভিলরমণী।

মুঙ্গেরের সন্ন্যাসীগণের "আদিদুর্গ" বন মধ্যে স্থিত। তাহার চতুঃপার্শ্বে গিরি, উপত্যকা। সেই সকল গিরিগহ্বরে সাঁওতাল, ভিল, প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বাস করিত। যাহারা নিম্নতলে বাস করিত তাহাদের বর্ণ কাল, এবং যাহারা উপরে বাস করিত তাহারা সুন্দর। ইহাদের মধ্যে আবার শ্রেণী আছে; যাহারা উপরে বাস করিত তাহারা রাজপরিবারের মধ্যে গণ্য, আর নিম্ন-বাসীগণ প্রজা-সম্বন্ধীয়। এই সকল রাজ-পরিবার-ভুক্ত সাঁওতালগণ সন্ন্যাসীদিগের বড় ভক্তি করিত। আবশ্যক মতে, সম্পূর্ণ সহায়তাও করিত। এই প্রকারে সন্ন্যাসীগণ তাহাদের নিজ-দল-ভুক্ত পঞ্চাশ সহস্র "ভ্রাতা" সত্ত্বেও, পর্ব্বত নিবাসী ভিল সাঁওতালদিগকে এক সঙ্গে লইলে প্রায় বিংশতি সহস্র হইয়া দাঁড়াইত।

এই অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই বলিয়া ইহাদিগের রমণীগণ যথা তথা গমন করিতে পারিত।

"আদিদুর্গে" দুইটি মন্দির ছিল। একটিতে কালীকরালবদনীর ভয়ঙ্করীমূর্ত্তি, অপরটিতে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ। পর্ব্বতবাসীদিগের বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, সকল প্রকার রমণীরাই এই "আদিদুর্গে" আসিত।

"আদিদুর্গের" নেতা দুর্গমধ্যে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। একটিতে বিদ্যাশিক্ষা, ও অপরটিতে সঙ্গীত শিক্ষা হইত।

পর্ব্বতনিবাসিনী ভিল রমণীগণ এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া সুশিক্ষিতাও হইয়াছিল। বিশেষতঃ সঙ্গীত বিদ্যায় তাহারা অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তাহারা প্রতিদিন রীতিমত বিদ্যাধ্যয়ণ, সঙ্গীত শিক্ষা, শিব পূজা, এবং কালী পূজা করিত।

পাঠক! ঐ দেখ, কয়েকটী ভিলরমণী শিবমন্দিরে বসিয়া নিবিষ্টমনে পূজা করিতেছে।

স্তব।

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর,
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান নাটক, বিষাণবাদক,
হুতাশভালক মহত্তর॥

জয় সুরারিনাশন, বৃষেশবাহন,
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক,
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর ॥
জয় রবীন্দুপাবক, ত্রিনেত্রধারক,
খলান্ধকান্তক হৃতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব, কুবের বান্ধব,
ভবাজ ভৈরব পরাৎপর ॥

জয় বিষাক্ত কণ্টক, কৃতান্তবঞ্চক,
ত্রিশূলধারক হতাধ্বর।
জয় পিণাকপণ্ডিত, পিশাচমণ্ডিত,
বিভুতিভুষিত কলেবর ॥
জয় কপালধারক, কপালমালক,
চিতাভিসারক শুভঙ্কর।
জয় শিবা মনোহর, সতীসদীশ্বর,
গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর ॥
জয় কুঠার মণ্ডিত, কুরঙ্গরঙ্গিত,
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর।
জয় সুরোরুহাশ্রিত, বিধিপ্রতিষ্ঠিত,
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর ॥

জয় হিমালয়ালয়, মহামহোময়,
বিলোকনোদয় চরাচর।
জয় শশাঙ্কশেখর, হর দুঃখ হর,
পরমপুরুষ পরাৎপর ॥

স্তবশেষ করিয়া ভক্তিভরে ভিল রমণীগণ মহাদেবকে নমস্কার করিল।

১ম। বোন্! আমাদের শিবপূজা শেষ হ'লো এখন গুরুর নতুন শেখান একটা গান গাই এস না।

২য়। কোনটা গাইবি?

৩য়। কেন, আমরা তো তাঁর কাছথেকে বঙ্গদেশের অনেক কবির গান শিক্ষা করেছি। তিনি আমাদের জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অনেক কবির গান তো শিখাইয়াছেন।

৪র্থ। বাস্তবিক বন্ আমরা কি ছিলাম আর এখন কি হয়েছি। বাল্যকালে সেই অসভ্য কথা ভিন্ন কথা কহিতে জানিতাম না কিন্তু গুরুর কৃপায় এখন নবজীবন লাভ করিয়াছি।

২য়। কিন্তু বোন্! গুরু বল্লেন, এখনও আমাদের সম্পূর্ণ অসভ্যতা ঘুচে নাই।

১ম। যাক্ ভাই—বেলা হচ্চে, একটা শিবের গান গেয়ে বাড়ী যাই চল।

গীত।

"হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥
রঙ্গতরঙ্গিত গঙ্গে জটাচয় অর্পয় সর্পকলাপম্।
বিষাণ রবেণ নিবারয় মম রিপু শমন লুলাপম্॥"।

সঙ্গীত শেষ হইতে না হইতে "আদিদুর্গের" নেতা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং সস্নেহবচনে কহিলেন "তোমরা এখনও এখানে রহিয়াছ—যাও বাড়ী যাও, বেলা বাড়িতেছে।"

সঙ্গিনীগণ সকলে উঠিল, কেবল একজনের উঠিতে একটু কালবিলম্ব হইল; সে অনিমিষলোচনে সেই ধীর গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিল। সকলেই চলিয়া গেল, কেহই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল না, কিন্তু দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াছিল—সেই রমণী। সকলেই নিজ নিজ মনপ্রাণ লইয়া গৃহে চলিয়া গেল, কিন্তু সেই অসাবধানা যুবতী আপন প্রাণের ছায়া সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষের অঙ্গে ফেলিয়া গেল। ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে, কিন্তু কি যেন একটা ঘটিবে।
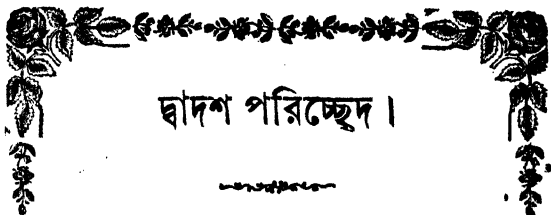
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যবন-কর-কবলিত সতীর সতীত্ব রক্ষা।

বর্দ্ধমানের সন্ন্যাসিনীগণের কি হইল না হইল, তাহা অনেকক্ষণ বলা হয় নাই। পাঠক! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, দুইজন সন্ন্যাসিনী বর্দ্ধমান রাজপথ দিয়া তীর্থ ভ্রমণ মানসে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, পথে নরপিশাচ, পাষণ্ড, নবকুমার রায়চৌধুরির লাঠিয়ালগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তৎপরে কেমন করিয়া "বিশ্বেশ্বর ভোলার" অনুকম্পায় একজনের সতীত্ব রক্ষা হয়?

সেই দিবস হইতে প্রায় দুইমাস অতীত হইয়াছে, তথাপি অন্য একজন সন্ন্যাসিনীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নবকুমার রায়চৌধুরী এখনও বর্দ্ধমানের সেই ভগ্নবাটীতে বন্দীস্বরূপে অবস্থিত। জয়রাম, নিত্যানন্দ, সদানন্দ এবং সত্যবিজয় সকলেই সেই প্রকার নেতৃত্বপদে অধিষ্টিত থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান।

আজ তাঁহারা প্রায় সমস্ত ভ্রাতায় মিলিয়া কোন অত্যাচারীর প্রতি দণ্ডবিধান করিতে গমন করিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় অবশিষ্ট কয়জনে নানাবিধ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী "ভ্রাতা" দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে তথায় উপস্থিত হইল। সকলে ব্যগ্র হইয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে উত্তর করিল "বিপদ—মহাবিপদ!! একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ, কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের বধূকে খিড়কির পুকুর হইতে লোকজন দ্বারা তাহার আবাস-মন্দিরে লইয়া গিয়াছে না জানি—এতক্ষণে কি হয়।"

সন্ন্যাসীগণ সকলে এই কথা শুনিয়া উত্তেজিত হইল—ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল, আবার নিরাশে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সকলে বসিয়া পড়িল। এই সময় ত্রিশূলধারিণী এক রমণী "হর হর ব্যোম ব্যোম শিব শঙ্কর ভোলা" বারত্রয় উচ্চারণ করিয়া সকলকে উৎসাহিত করণোদ্দেশে সেই উচ্চ বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ-পিপাসু ভক্তগণ! সতীর সতীত্ব-রক্ষাকারী ভ্রাতৃগণ! সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষণকারী-মহাত্মাগণ! তোমাদের সদুদ্দেশ্য সাধনে আজ তোমরা পশ্চাৎপদ হও কেন? হিন্দু রমণীর সতীত্ব পামর! পাষণ্ড!! যবনের করে, মায়া মমতাহীন নরপিশাচ পশুর করে অর্পিত

হইয়াছে, শুনিয়াও তোমরা নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছ কেন? তোমরা বিশ্বেশ্বরের বলে সর্ব্বত্র বিজয়,—সৎকর্ম্মে পশ্চাৎপদ হইও না। এখন এখানে অধিক সংখ্যক "ভ্রাতা" নাই, বা আজ নিত্যানন্দ, সদানন্দ, সত্যবিজয়, জয়রাম প্রভৃতি কোন নেতা উপস্থিত নাই বলিয়া, তোমরা ভীরু কাপুরুষের ন্যায় তোমাদের উদ্দেশ্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবে? রাজার সৈন্যগণ সুশিক্ষিত, তাহারা নেতা ভিন্ন যুদ্ধ করিতে পারে না, সত্য; কিন্তু তোমাদের রাজা কে? স্বয়ং "বিশ্বেশ্বর ভোলা" তোমাদের রাজা!—রাজরাজেশ্বর!!—তিনিই তোমাদের সেনাপতি হইয়া অলক্ষিতে তোমাদিগকে চালিত করিবেন।

ভয় নাই!—অগ্রসর হও!!—স্বকার্য্য-সাধন কর, হিন্দুরমণীর সতীত্ব রক্ষা কর। এখনও তোমরা এখানে পঞ্চদশজন অবশিষ্ট আছ, ইহার দ্বারা কি সামান্য একটা যবন শাসিত হইতে পারে না? চল!—নিজ নিজ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বায়ুবেগে ধাবিত হও, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় অবশ্য সতীরসতীত্ব রক্ষা হইবে।"

সন্ন্যাসিনীর সকল কথা শেষ হইতে না হইতে সেই পঞ্চদশ সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"চল—বিশ্বেশ্বরের কৃপায় অবশ্য সতীরসতীত্ব রক্ষা হইবে"—

সন্ন্যাসিনী উচ্চৈঃস্বরে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন,—"হর হর

ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"। সমস্বরে সেই পঞ্চদশজন সন্ন্যাসী উত্তর দিল—

"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"
"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"
"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"

গগণ বিদীর্ণ করিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে সন্ন্যাসীগণ বার বার মহাদেবের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। যতক্ষণ সন্ন্যাসীগণ মহাদেবের নাম লইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল—সন্ন্যাসিনী ততক্ষণ ভাবে-বিভোর হইয়া সেই উচ্চ বেদীর উপরে ত্রিশূল ধারণ করিয়া দুলিতে ছিলেন। যেন—মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে ভবানী অসুরসংহারে নিযুক্ত হইবেন। যেই সন্ন্যাসীগণ স্তব্ধ হইল, অমনি সেই ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী—

"কালী-করাল-বদনী, রক্ষা কর মা"

বলিয়া ত্রিশূল উত্থিত করিয়া সকলের অগ্রে উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পঞ্চদশজন সন্ন্যাসী, আর সেই নেতৃ-স্বরূপা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী, নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভীষণ প্রান্তর-মাঝে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেলেন।

প্রান্তর পারে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহাতে অল্পসংখ্যক ভদ্রলোকের বাস। দুই চারিজন সাহেবের বড় বড় বাঙ্গলা আছে, কারণ এই সকল মহাত্মারা সাত সমুদ্র

পারে আসিয়া, ভেকের রাজা হইয়াছেন বলিয়া নির্জ্জনস্থান ভিন্ন বসতি করেন না।

এই সকল বাঙ্‌লার সাহেবেরা প্রায়ই লম্পট হইয়া থাকে। কারণ স্বদেশে যাঁহাদের অন্ন জোটা ভার, সোণার ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহাদের অন্ততঃপক্ষে পাঁচ ছয় শত টাকা বেতন হয়। তাহাতেই মহাপুরুষের গরিমার সীমা থাকে না।

আজ ইহারই মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বাঙ্‌লায় একটি কক্ষে, একজন সাহেব ও একজন পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী। সাহেব অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সতীর সতীত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না।

এমন সময় "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" এই শব্দ সাহেবের বাঙ্গালা মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বাঁধা পঞ্চদশজন সন্ন্যাসী সেই বাঙ্‌লা মধ্যে আসিয়া আবার নৈশগগণ কম্পিত করিয়া হুহুঙ্কার নাদে বলিল "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"—সাহেবের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

চারিজন সন্ন্যাসী সেই পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতীকে পশ্চাদগামী হইতে বলিয়া সেই ঘর হইতে নিক্রান্ত হইল। সাহেব কিছু বলিলেন না—কথায় বলে "আপ্‌নি বাঁচ্‌লে বাপের নাম"।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব-সন্ন্যাসিনী।

পঞ্চদশজন মাত্র সন্ন্যাসী লইয়া যে বীররমণী একজন অবলা কুল-রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিল, তাহার গৌরব যে জয়রাম, সত্যবিজয়, সদানন্দ ও নিত্যানন্দ আনন্দের সহিত গান করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি?

যখন জয়রাম প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বর্দ্ধমানের সেই ভগ্ন-বাটীতে "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" উচ্চারণ করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন, তখন সাহেব-বিজয়ী পঞ্চদশ সন্ন্যাসীর আনন্দের সীমা রহিল না। সকলেই অগ্রসর হইয়া সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী তাঁহাদিগকে শুনাইল। সদানন্দ এবং সত্যবিজয় আহ্লাদে উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। জয়রাম হর্ষ ও বিস্ময়ে বিভোর হইয়া এই কথা সকলকে জানাইলেন।

সত্যবিজয় "মা কালী রক্ষা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন—জয়! কালী করাল-বদনী"।

সমস্বরে সেই জনতা-মধ্য হইতে ভীষণ রব উঠিল "জয় কালী করাল-বদনী মা"। সত্যবিজয় উন্মত্তের ন্যায় পুনরায় বলিয়া উঠিল,—"কই মা—দেখা দাও মা"।

জয়রাম সকলকে স্থির হইতে বলিলেন, সকলে স্থির হইল। এমন সময় আলুলায়িতকেশা রক্তবসন-পরিধৃতা সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী ধীরেধীরে সেই উচ্চ বেদীর উপর আরোহণ করিলেন। সকলে সেই স্থির গম্ভীরমূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইল। সকলের মনেই এই বিশ্বাস হইল, বুঝি জগদম্বা তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে পঞ্চদশজন মাত্র সন্ন্যাসী সাথে লইয়া, এই বিস্ময়-জনক কার্য্যসাধন করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, "জয় কালী করাল-বদনী মা।"

সন্ন্যাসিনী একবার দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিলেন,—সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থিরভাব ধারণ করিল। সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন,—"ধর্ম্ম-ব্রতে-ব্রতী মহাত্মাগণ! আপনারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমি কোন দেবী নই, যে, আপনাদের পূজ্যপাত্রি বলিয়া গণনীয়া হইব। আমি যে কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্মবলে আমাদিগের জয় হইয়াছে। ভগবান শূলপাণির বিপদহারক নাম উচ্চারণে

আমাদিগের বিপদ দূর হইয়াছে। শক্তিস্বরূপা জগদম্বা আমাদিগের মনে যথেষ্ট সাহস ও শক্তিদান করিয়া আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাই আমরা পঞ্চদশজন মাত্র লোকের দুর্দ্দান্ত দানবের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যাহা হউক মহামায়ার অপূর্ব্ব মায়ায় আমরা একজনও হত বা আহত না হইয়া, সতীর অমূল্যনিধি সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই অতুল আনন্দের বিষয়। আমি ছার!—সামান্য রমণী; একদিন আপনারাও এই প্রকারে আমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন; ভগবান আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আদ্যাশক্তি মহামায়া আপনাদিগের বল প্রদান করুন, ও নিত্য নব উৎসাহে অলক্ষিতে উৎসাহিত করুন, এই আমার প্রার্থনা।"

সকলে স্থির হইয়া সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিলেন। জয়রাম, সত্যবিজয়, সদানন্দ ও নিত্যানন্দ এই চারিজনে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিয়া, সত্যবিজয় বলিতে লাগিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! আজ হইতে এই স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বপদ আমরা পরিত্যাগ করিলাম। এই সন্ন্যাসিনী আমাদের সকলের মাতৃস্বরূপা!! ইনিই আজ হইতে আমাদিগের মন্ত্রদায়িনী হইবেন। একবার সকলে উচ্চৈঃস্বরে বল,—"কালী করাল বদনী মা।"

সেই সমস্বরোক্ত ভক্তিভরা "কালী করাল বদনী মা"

কথাটী যখন গগন বিদীর্ণ করিয়া তর তর তরে শূন্যে উঠিতে লাগিল,—বলিতে পারি না, তখন শিবাণীর আসন টলিয়াছিল কি না।

"অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী" সেই একভাবেই সেই বেদীর উপর দণ্ডায়মান। তৎপার্শ্বে কিঞ্চিন্নিম্নে জয়রাম, সত্যবিজয়, সদানন্দ এবং নিত্যানন্দ স্থির দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তিপানে ভক্তি-ভরা-নয়নে চাহিয়া আছেন।

সকলে নিস্তব্ধ হইলে, জয়রাম বলিলেন,—"মা! তুমি মানবী হইলেও তোমার সাহস অতি অপূর্ব্ব!! তোমার বুদ্ধিমত্তা অতিশয় চমৎকার!! আজ হইতে তুমি এই শত সন্তানের স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপা। আজ হইতে সকল ভ্রাতায় তোমাকে "শান্তিময়ী মা" বলিয়া আহ্বান করিবে, তোমাকে নমস্কার করি।

ভক্তিভাবে সকলেই সেই প্রকারে নমস্কার করিল। সন্ন্যাসিনী এই ব্যাপার দেখিয়া সংসারকে স্বর্গপুরী বলিয়া অনুমান করিলেন। করযোড়ে ভক্তিভাবে মস্তক নত করিয়া বলিলেন,—"দুর্গা, দুর্গতিহারিণী! রক্ষা কর মা!! তোমার অধম সন্তানেরা যেন তোমার পদছায়া পায়।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আহেরিয়া।

মুঙ্গেরে যে চারিটি ভিল-রমণী মন্দির হইতে পূজা সমাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা প্রত্যহই পূজা করিতে আসিত। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন চারিদিন পরে, আর একদিন সেই প্রকার মন্দিরে তাহারা পূজা করিতে আসিয়াছিল। উক্ত চারিটী যুবতীর নাম,—অরুণা, তরুণা, আহেরিয়া এবং যুগলা। চারিজনেই মন্দির সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান হইতে শিবপূজার জন্য পুষ্পচয়ণ করিতেছে। সকলেই প্রফুল্লচিত্ত; কিন্তু আহেরিয়ার পুষ্পচয়ণে মন নাই। সে যেন অনন্য মনে সর্ব্বদাই কি চিন্তা করিতেছে।

আহেরিয়ার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ, যৌবনের পূর্ণপরিচয়—বক্ষস্থলে। সে, কাহাকে যেন ভালবাসে—কাহার জন্য

যেন তাহার প্রাণ আকুল, তাহার পূর্ণপরিচয় কুঞ্চিত কপোলে। প্রাণের কথা, যেন কাহাকেও জানিতে দিবে না, এই প্রয়াসের পূর্ণ পরিচয় নয়ন-কোণে। আর তাহার মানস যেন কোন চিন্তায় চিন্তিত, ইহারও পূর্ণপরিচয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুষ্পচয়নে।

পুষ্পচয়ণ করিতে করিতে যুগলা, আহেরিয়ার এই প্রকার অন্যমনস্ক ভাব দর্শন করিল। সে এই তিনদিনের মধ্যে আরও দুই একবার দেখিয়াছিল, যেন আহেরিয়ার ক্রমে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। পূর্ব্বে যে মুখ সর্ব্বদাই হাসি হাসি থাকিত, ক্রমে ক্রমে তাহা মলিনভাব ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আহেরিয়া পঞ্চাশটি কথায় তাহার উত্তর দিত; এখন পঞ্চাশটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তবে তাহার একটি উত্তর প্রদান করে। যুগলা ধীরে ধীরে আহেরিয়ার নিকটে আসিল, দেখিল আহেরিয়া একটি গোলাপ ফুল তুলিবে বলিয়া হাত বাড়াইয়াছে, কিন্তু হস্ত শূন্যেই রহিয়াছে। পুষ্পটিও উত্তোলন করা হইতেছেনা, হস্তও ফিরিয়া আসিতেছেনা; কিন্তু এই ভাবে ক্ষণকাল কি অভাবনীয় চিন্তায় মগ্ন, তা কে জানে।

যুগলা ধীরে ধীরে ডাকিল "আহেরিয়া"। আহেরিয়া কোন উত্তর দিল না। পুনরায় যুগলা ডাকিল,—"আহেরিয়া" তথাপিও সেই ভাবে দণ্ডায়মানা। তৃতীয়বারে যুগলা

আহেরিয়ার হাত ধরিয়া টানিয়া ডাকিল,—“আহেরিয়া!” চমকিয়া আহেরিয়া উত্তর দিল,—“অঁ্যা—কি যুগলা?”

যুগলা। তোমার ভাব দেখে ভাই অবাক হয়েছি—তুমি এতক্ষণ কি ভাবছিলে?

থত মত খাইয়া আহেরিয়া বলিল,—“কই কিছুই তো নয়।”

যুগলা। সে কি!—তুমি কি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

আহেরিয়া। উড়িয়ে দেওয়া আবার কি? আমিতো কিছুই ভাবি নাই।

যুগলা। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌লাম নাকি?

আহেরিয়া। প্রায় তাই বটে।

ইতিমধ্যে অরুণা ও তরুণা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুগলা একে একে আহেরিয়ার সমস্ত কথা তাহাদিগকে বলিল।

যুগলার বর্ণনা শুনিয়া, আহেরিয়া বড় বিষম বিপদে পড়িল। কি বলিয়া যে, সে কথা কাটাইবে, তাহার কোন উপায় নিরূপণ করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল,—“না ভাই! যুগলার ওসব মিথ্যে কথা।”

তরুণা মৃদুহাসিয়া বলিল,—“আর ঢাক্‌লে কি হবে বোন্—তুমি নিশ্চয় কাউকে ভালবেসেছ।

আহেরিয়া দেখিল, সহচরীগণ তাহার ভাব দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে—অতএব লুকাইতে চেষ্টা করা বৃথা। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে উত্তর করিল "তোমরা যা' বল্‌চো তা ঠিক।"

আহেরিয়ার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া ফেলিল। আহেরিয়া বড়ই লজ্জিতা হইয়া, অপরদিকে মুখ ফিরাইল।

অরুণা। আহেরিয়া কা'কে তুমি ভালবাস?

আহেরিয়া। বলিব না।

তরুণা। আর, তোমার পিতা যে মদনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আহেরিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে দুইটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, শেষে ছল্ ছল্ চক্ষে উত্তর করিল,—"তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইবে না।"

যুগলা। নিশ্চয় হইবে, তোমার পিতা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছেন।

তরুণা। ছি! বোন্, বাপ যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে স্বীকার করেচেন, তাকে না ভালবেসে তুমি অপরকে ভালবাস্‌লে?

আহেরিয়া। ভালবাসা কি আমার হাতধরা।

তরুণা। তা তো বুঝি, কিন্তু যদিই তিনি বিয়ে দেন, তা হ'লে তুমি কি করবে?

আহেরিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, তার পর সজোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জল আসিল, আহেরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া, আহেরিয়া বলিল,—"আমি যাঁহাকে ভালবাসি, হয়, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইবে, নচেৎ ইহ জীবনে আমার বিবাহ হইবে না—আমি একজন ভিন্ন দুইজনকে ভালবাসিতে পারিব না"।

আর কোন কথা হইল না, চারিজনে পূজার জন্য শিবমন্দিরে প্রবেশ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-কথা।

বিজয়ের পলায়নের পর, বিজয়ের পিতা মাতার দুর্দ্দশার কথা বলা হয় নাই।

যথন নীলরতনবাবু শুনিলেন যে, বিজয় প্রস্থান করিয়াছে—তখন প্রথমত তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু সরলা যথন বিজয়ের লিখিত দুইখানি পত্র পিতার হস্তে প্রদান করে, তখন তিনি "বিজয়! বিজয়!!" এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাগত হন। নিম্নে সেদিনকার সংক্ষিপ্ত ঘটনা বিবৃত হইল। প্রাতঃকালে, ছয়টার সময় বিজয়ের গৃহদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া সরলা দাদার ঘরে প্রবেশ করে। সরলার বড় সাধ ছিল, দাদার বিবাহ হইলে সে স্বহস্তে নববধূকে সাজাইয়া দিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে এবং অন্যান্য

বিষয়ে তাহাকে ছোট ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিবে। তাই, সে দাদার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত, দাদাকে অধিক পরিমাণে যত্ন করিত,—বিবাহে কে কি গহনা প্রদান করিবে আহ্লাদে তাহাই লুকাইয়া লুকাইয়া দাদাকে বলিয়া দিত। বিজয়ের পলায়নের পরদিনও, সে, ঐরূপ একটা গহনা বা কোন আনন্দের কথা দাদাকে বলিবে বলিয়া, প্রাতঃকালেই দাদার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু, প্রবেশ করিয়া দেখিল, দাদার কাপড় মেজেতে ছাড়া রহিয়াছে—চটী জুতা যোড়াটী, সেই কুণ্ডলীকৃত ছাড়া কাপড়ের ভিতর অর্দ্ধাবৃত ভাবে দেখা যাইতেছে। সরলা ভাবিল,—"দাদা বোধ হয় শৌচখানায় গিয়াছে।" এই কথা ভাবিয়া দাদার শয্যা তুলিতে সরলার সাধ হওয়াতে, সে তাহাই করিতে লাগিল। শয্যা তুলিতে তুলিতে মস্তকের উপাধান স্পর্শ করিয়াই সরলা চমকিয়া উঠিল—মস্তকের উপাধানটি সমস্তই আর্দ্র। সরলা মনে মনে ভাবিল,—"বালিশে জল আসিল কেমন করিয়া?"

এমন সময় সরলার মাতা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলাকে শয্যাত্তোলন করিতে দেখিয়া মাতা বলিলেন "হ্যাঁমা! আমার সংসারে কি চাকর চাকরাণী নেই, যে তুমি সকাল বেলাই দাদার বিছানা তুলতে এয়েচো?"

সরলা, মাতার সে সব কথায় কর্ণপাত না করিয়াই

জিজ্ঞাসা করিল,—"মা দাদার বালিশ্ ভিজে কেন মা?"

মাতা। কই দেখি।

সরলা বালিশ্ তুলিয়া মাতাকে দেখাইল।

মাতা। তাই তো মা!! তবে বুঝি বাবা বিজয় জল খেতে গিয়ে জল ফেলেচে।

বালিশটি তুলিয়া আনাতে বালিশের নীচে দুইখানি পত্র ছিল, তাহা সরলা দেখিতে পাইল। অমনি সে, তাহা লইয়া মাতাকে দেখাইয়া বলিল,—"মা! বালিশের নীচে আবার দুখানা চিটি রয়েচে দেখ!!" এই বলিয়া সরলা পত্রের শিরোনামা পাঠ করিতে লাগিল—"পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু" এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া প্রথম পত্র-খানি সরলা মাতার হস্তে প্রদান করিয়া, দ্বিতীয় পত্রখানির শিরোনাম পাঠ করিতে লাগিল,—"শ্রীযুক্ত বাবু মন—" এই পর্য্যন্ত পড়িয়া সরলা জিব কাটিয়া সে পত্রখানিও মাতার হস্তে প্রদান করিল।

বুদ্ধিমতি মাতা কন্যাকে জিহ্বা কর্ত্তন করিতে দেখিয়াই সহজে বুঝিতে পারিলেন, দ্বিতীয় পত্রখানি কাহার।

সরলা। মা! আমার ভাল বোধ হচ্চে না, আমি কত উপন্যাসে পড়েছি, যে যাহারা রাত্রিতে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে, তাহারাই এই রকম করে বালিশের নীচে চিটি লিখে রেখে যায়——

দুইখানি পত্র সরলার হস্তে প্রদান করিয়া, সরলার মাতা ভয়-জড়িত-স্বরে কহিলেন,—"অঁ্যা! অঁ্যা!! সে কি মা! চল্ শীগ্গিব তোর বাবাকে চিঠি দিবি চল্"—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাতা ও কন্যা উভয়ে নীলরতং মিত্রের শয়নকক্ষে গমন করিল। নীলরতন বাবু তখন সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন; স্ত্রী ও কন্যাকে দ্রুতগতিতে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, "ব্যাপার কি" জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই, সরলার মাতা ভীতি-কম্পিত-স্বরে কহিলেন,—"ওগো! দেখগো!! বিজয় কি চিঠি লিখে, সক্কালবেলাই বাড়ী থেকে কোথা চলে গেচে।"

নীলরতন বাবু প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু পত্রের দুই একছত্র পাঠ করিয়া বাতাহত কদলীবৎ "বিজয়! বিজয়!! বাবা"—বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুইখানি পত্র।

পত্র দুইখানিতে কি লেখা ছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের জানিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে।

প্রথম পত্র এইরূপ—

বাবা!

আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, নিজ ক্ষমা-গুণে সকল সময়েই আপনি তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। আজ আর একটি অপরাধ করিব। আমি জানিতে পারিতেছি, যাহা আমি করিব, তাহাতে কতদূর অনিষ্ট ঘটিবে, তথাপি আমায় বাধ্য হইয়া এই শেষ অপরাধ করিতে হইবে। আপনি আমাকে বিবাহে অনিচ্ছুক জানিয়াও, তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আমার বিবাহ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু

পিতঃ! যদি বিবাহ করিয়া চিরজীবনের মত আমার মানসিক সুখ বিলুপ্ত হয়, তাহাতে কি আপনি আনন্দিত হন্? যাহা হউক, আমি বিবাহে অনেক বাধা দিয়াছিলাম, আপনি তাহা একবারও বিবেচনা না করিয়া, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনি পিতা! আমার পরমগুরু!! আপনার কথার উপর আমার কথা কওয়া অত্যন্ত অনুচিত। কিন্তু কি করিব, বাটীতে থাকিলে এ বিবাহ হইবেই হইবে, অতএব আমি কিছুদিনের জন্য বাটী পরিত্যাগ করিলাম। কোথায় যাইব বা কেমন করিয়া দিনযাপন করিব, তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। বিবাহে আমার অনিচ্ছার কারণ—আপনাকে আমার বলিতে লজ্জা করে। আপনি মন্মোহনের নিকট সমস্ত অবগত হইবেন।

আপনার চরণে,

শত অপরাধে অপরাধী পুত্র,

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র।

দ্বিতীয় পত্রখানি এইরূপ—

প্রিয় মন্মোহন!

হৃদয়ের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়াও শান্ত হইতে পারিলাম না। যখনি মনে করি "সরোজিনী ভিন্ন আমার অন্যজনের সহিত বিবাহ হইবে" তখনি প্রাণের ভিতর

জ্বলিতে থাকে—আমি স্থির হইতে পারি না। সরোজিনীর বয়স হইয়াছে, তাহার অন্য বিবাহ হয় হউক, তাহাতে আমার সুখ বই দুঃখ হইবে না; কারণ, যদি সরোজিনী যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে "আমার সহিত বিবাহ হইলে সে যতদূর সুখে থাকিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা অধিক সুখে থাকিবে"—ইহা জানিতে পারিলেও, আমি সুখী হই—সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিবাহ যদি সরোজিনীর সহিত না হয়, তাহা হইলে আমি অন্য বিবাহ করিয়া কখনই সুখী হইতে পারিব না। অনেকবার মনে করিয়াছিলাম, "সরোজিনীকে ভুলিয়া যাই" কিন্তু তাহা পারি না। হৃদয় কন্দর হইতে হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটিত করিলেও, করা যাইতে পারে, কিন্তু যে চিত্র! যে নাম!! আমার শিরায় শিরায়, অস্থি, ধমনীতে, চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কি প্রকারে ভুলিয়া যাইব। যে কথা "ভুলিয়া যাইব" মনে উদয় হইলে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাহা ভোলা কি সম্ভব?

আমি আজ রজনীতে বাটী হইতে প্রস্থান করিব—আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না জানি না। যদি ভগবানের কৃপায় আবার ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি এখন কোথায় যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। বোধ হয়, কোন দূরদেশে যাইব। পিতা যদি তোমায় আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন,

তাহা হইলে তুমি সকল কথাই বুঝাইয়া বলিও, কারণ আমি আপাততঃ তাহা শুনিতে আসিব না।

অভিন্নহৃদয়,

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র।

বাটীতে হাহাকার পড়িয়া গেল—চতুর্দ্দিকে গোল উঠিল,—"বর পলায়ন করিয়াছে।"

ক্রন্দনের ধ্বনি উদ্যান অতিক্রম করিয়া বায়ুভরে সরোজিনীদের বাটীতে পঁহুছিল। সরোজিনী মনে মনে বুঝিতে পারিল,—"কি ঘটনা ঘটিয়াছে"। অবলা বালিকা নিজ কক্ষের গবাক্ষ প্রদেশে দাঁড়াইয়াছিল—কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল; তার পর কি হইল, তা সরোজিনী নিজেই জানিতে পারে নাই—তা আমরা জানিব কি প্রকারে? এই পর্য্যন্ত জানি, যে সে হতচেতন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

নীলরতন মিত্র অনেক কষ্টে বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন—উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। অনুগত লোকজন সকলেই চারিদিকে সন্ধান করিতে ছুটিল—কেহই কিছু সন্ধান করিতে পারিল না। একজন কৃষক কেবল বলিল,—"কর্ত্তা মশয়! বড়বাবুর মত চ্যাহারা একজন সন্ন্যাসী পারা, কে রাত্রি দুইভার সময় মাঠের উপর দিয়ে যাইছিল পারা!"

—
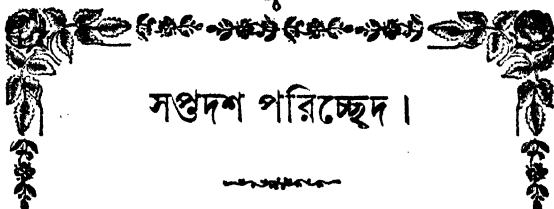
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গদাধর শর্ম্মা।

হুগলিতে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি করকোষ্ঠি, কপোলরেখা এবং বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যত, বলিতে পারিতেন। দেশের যদি কাহারও একটী ঘটি বাটী চুরি যাইত, অমনি সেই বাটীর গৃহিণী চারটী পয়সা, তিনকড়া কড়ি, আর এক সরা আতপ তণ্ডুল, গদাধর শর্ম্মার সম্মুখে আনিয়া ধরিত। গদাধর শর্ম্মার গণনায় সদাব্রত ভাণ্ডার। যে একটা গণনা করিতে বলে, তাঁহার পাঁচটি কথা গণনা করিয়া বলিয়া দেন।

গদাধর শর্ম্মা বড় সুচতুর লোক ছিলেন। তিনি একবার যাহাকে দেখিতেন, তাহাকে আর প্রায় কখনও ভুলিতেন না। এমন কি, এক বৎসর পূর্ব্বে কোন্ রমণীর সহিত তিনি কি কর্ত্তাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঠিক মনে

থাকিত। অন্ততঃ সেই লোককে দেখিলেই পূর্ব্বেকার সমস্ত কথা স্মরণ হইত। দেশের পুরুষ, রমণী, সকলেরই গদাধর শর্ম্মার উপর অবিচলিত ভক্তি ছিল। গদাধর শর্ম্মার নিকট কোন রমণী, গণনা করিয়া চোর ধরিয়া দিবার জন্য আসিলে, তিনি যে প্রকারে গণনা করিয়া চোর ধরিয়া দিতেন, তাহার একটা উদাহরণ দিব।

একদিন ভোলার মার একটি রূপার বাটি চুরি গিয়াছিল; তাই, সে তাড়াতাড়ি গদাধর শর্ম্মার নিকট, তাহার মীমাংসার জন্য আসিল। ভোলার মার সঙ্গে আর দুইটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী আসিয়াছিল। গদাধর শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কিছু হারাইয়াছে, দেখিতেছি যে——"

অবগুণ্ঠনবতী একজন রমণী অপরা রমণীকে জনান্তিকে বলিল,—"দেখিচিস্ লো!! রূপোর বাটীটা হারিয়েচে, তা জিজ্ঞেস্ করবার আগেই টের পেয়েচে"।

২য় রমণী। সত্যি লো!! কেমন করে জান্‌তে পাল্লে ভাই?

১ম। কে জানে ভাই! ওঁরা সব নাকি রাত্তিরে ভগবানের সঙ্গে কথা কন্।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গদাধর শর্ম্মা বড়ই চতুরলোক ছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী রমণীদ্বয়, যাহা কিছু কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, গদাধর শর্ম্মার কর্ণে তাহার একবিন্দুও বাদ যায় নাই। কিয়ৎক্ষণ নানা প্রকার শ্লোক আওড়াইয়া গদাধর শর্ম্মা বলিলেন

"শ্বেত—শ্বেত—শ্বেতবর্ণ।" আবার কিয়ৎকাল গদাধর শর্ম্মা শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন ; যেন মন্ত্রবলে তিনি অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইতেছেন।

১ম রমণী। ঐ দেখ্ লো—"শ্বেত—শ্বেত" কি বল্লে—হয় তো ঠিক বল্‌বে।

গদাধর শর্ম্মার শ্লোক আওড়ান মাথা আর মুণ্ড। মুখে শ্লোক, কিন্তু কর্ণ আশ পাশের কথায়। গদাধর শর্ম্মা গম্ভীরভাবে আবার বলিতে লাগিলেন,—"শাদা—শাদা, তোমাদের রূপোর দ্রব্য হারিয়েছে দেক্‌চি।"

ভোলার মা। হেঁ ঠাকুর ঐ বটে—ঐ বটে।

গদাধর। বটে না'ত কি আমি মিথ্যে বল্‌চি।

ভোলার মা। তা—আমি কি তা' ফিরে পাবো না ঠাকুর?

গদাধর। পা'বে বই কি—পা'বে না তো, আমি আছি কি কর্‌তে।

ভোলার মা। হেঁ ঠাকুর—তুমি দেব্‌তা!! ঠাকুর আমায় বলে দাও, আমার জিনিস কোথায় আছে——

গদাধর। দাঁড়াও সব একেবারে হয় না, দেক্‌ি আগে গুণে—তোমার সে জিনিসটা কি।

ভোলার মা। আর দেক্‌তে হবে না বাবাঠাকুর!! তুমি দেব্‌তা, তুমি সব জান, আমার জিনিস কোথায় আছে বল?

আবার গদাধর শর্ম্মা গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন "গোলাকার—গোলাকার—গোলাকার—বাটি হারিয়েছে।"

এইবার ভোলার মার ভক্তি গড়াইয়া পড়িল—সে একেবারে গদাধর শর্ম্মার পায়ে জড়াইয়া ধরিল; অর্দ্ধ ক্রন্দন, অর্দ্ধ ন্যাক্যামি-জড়িতস্বরে বলিল,—"দোই—দেব্‌তা ঠাকুর!! দোই তোমার, কে আমার বাটীটি নিয়েচে বলে দাও।"

আবার গদাধর শর্ম্মা ছলিয়া ছলিয়া শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বাদে কহিলেন,—"হু একাজ আপনার লোকেই করেচে—আপনার লোকেই করেচে।"

ভোলার মা। "তবে আমি পাবো কেমন করে? দোই ঠাকুর!! আমায় কিছু জল্ টল্ পড়ে দাও——"

বাধা দিয়া গদাধর শর্ম্মা বলিলেন,—"না এতে জল পড়ে দিতে হবে না, এই কতকগুলো শিব পূজোর ফুল নিয়ে যাও—আজ রাত্রিরে ফুলগুলো তুলে রেখে দিও। যদি কাল সকালে তোমার বাটি, তোমার শোবার ঘরের দরজায় না দেখিতে পাও, তবে এই ফুলের একটা ফুল উঠোনের মাঝখানে ফেলিয়া দিও। যে চুরি করিয়াছে, তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে উঠিতে, তাহাকে উঠানে পড়িয়া আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে হইবে"। সন্তুষ্ট হইয়া ভোলার মা আর সেই দুই অবগুণ্ঠনবতী চলিয়া গেল। পাঠক! অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, যে ভোলার মার বাটী পাইতে আর কোন কষ্ট হয় নাই।

"গদাধর শর্ম্মা লোকটা কে"? ইহা জানিবার জন্য পাঠকের কৌতুহল হইতে পারে। গদাধর শর্ম্মা পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী-ভ্রাতৃবর্গের একজন "ভ্রাতা"। হুগলিতেও একটি সন্ন্যাসীদিগের ছোট খাট আড্ডা ছিল। জনপঞ্চাশ সন্ন্যাসী তাহাতে বাস করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সন্ন্যাসীগণ নানা প্রকার ছদ্ম: বেশ ধারণ করিয়া দিনেরবেলায় নগর মধ্যে পরিভ্রমণ করিয় বেড়াইতেন আর সংবাদ রাখিতেন, কোথায় কি অত্যাচার হইতেছে, এবং রজনীতে অত্যাচারকারীগণের দণ্ডবিধান করিতেন। গদাধর শর্ম্মা এই প্রকারে জ্যোতির্ব্বেত্তা সাজিয়া সমস্ত দিবস সন্ধান রাখিতেন, আর রজনীতে স্থানীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত সংবাদ প্রদান করিতেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সরোজনাথ।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়, একজন যুবক সন্ন্যাসী গদাধর শর্ম্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবক সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম অনুমান একবিংশতি বৎসর হইবে।

গদাধর শর্ম্মা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আপনি এখানে কি উদ্দেশে আসিয়াছেন?"

তদুত্তরে যুবক সন্ন্যাসী কহিলেন,—"আমার জীবন উদ্দেশ্য বিহীন। আমি আপনার নিকট কোন প্রকার বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আসি নাই। আমি সন্ন্যাসী, পথ পর্য্যটনে শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিশ্রামের আবাসস্থল তরুমূলই আমার যথেষ্ট বোধ হইত পরিত্রি... কিন্তু সাধুর কুটীর দেখিয়া, তৎসহবাস আনন্দের এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছি।"

গদাধর। আপনার নাম?

যুবক সন্ন্যাসী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন,—“সরোজনাথ।”

গদাধর। আপনি এ অল্প বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন কেন?

সরোজনাথ। সংসার বিষকুম্ভ, তাহাতে পড়িয়া থাকিলে অমৃতরসাস্বাদন আশা করা বৃথা, তাই অমৃত লাভার্থে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি।

গদাধর। কত দিন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন?

সরোজনাথ। তা ঠিক স্মরণ নাই।

গদাধর। এখন কোথায় গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন?

সরোজনাথ। ভগবান যে দিকে লইয়া যাইবেন।

গদাধর। আপনি যে সংসারকে “বিষকুম্ভ” বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার কারণ কি?

সরোজনাথ। যে সংসারে সতীর সতীত্ব নাশ হয়, যে সংসারে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠকে, কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে, সামান্য অর্থের লোভে হনন করিতে পারে, তাহাকে “বিষকুম্ভ” ভিন্ন, আর কি বলা যাইতে পারে?

গদাধর। যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সন্ন্যাসী হইয়া সে সকল কিছু দমন করিতে পারিয়াছেন?

সরোজনাথ। আমার কি সাধ্য যে গরল মন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলন করিব।

গদাধর। তবে আপনি সন্ন্যাসী হইলে কি ফল দর্শিল?

সরোজনাথ। আমি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট, আমার দ্বারা ফলের আশা করা বৃথা। আমি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সংসার হইতে দূরে থাকিয়া, অনেক সুখে আছি।

গদাধর। নিজ সুখের জন্য আপনি কি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন?

সরোজনাথ। না—তা নয়! তথাপিও পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সহস্র চেষ্টা করিলেও কোন ফল দর্শিবে না।

গদাধর। যদি আপনি বলবান সহায় প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে কি করেন?

সরোজনাথ। তাহা হইলে পিশাচ নরপশুদিগের হস্ত হইতে অবলা সরলা বালাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিতে যত্নবান হই।

গদাধর শর্ম্মা ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তার পর গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"আপনি বলবান সহায় প্রাপ্ত হইবেন।"

সরোজনাথ। কবে পাইব?

গদাধর। শীঘ্রই।

সরোজনাথের শান্তভাব কোথায় উড়িয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গদাধর। একি!! আপনি দণ্ডায়মান হইলেন কেন?

রুদ্রকণ্ঠে সরোজনাথ বলিলেন,—"যদি পৃথিবীর মধ্যে সতীর সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য বলবান সহায় প্রাপ্ত হই, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার তাহার পাওয়া আবশ্যক। সতীর সতীত্ব যায়, ভারতের অমূল্যনিধি, একমাত্র গরিমা,—ভারতের নরপিশাচ নষ্ট করে, ইহা দেখিয়াও কি কাহারও চেতনা হইবে না——"

সরোজনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর কথা বাহির হইল না, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

গদাধর শর্ম্মা দেখিলেন, ব্যাপার কিছু গূঢ়তর। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন,—"মহাশয় কাহাকে উদ্দেশ করিয়া আপনি এ সকল কথা বলিতেছেন?"

সরোজনাথ। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া? যমকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছি। যে ভারতবাসী হইয়া ভারতের রত্ন ও গরিমা আত্মসাৎ করে—সে ভারতের যম।

গদাধর। কে—সে? তাহার নাম কি?

সরোজনাথ। তাহার নাম? তাহার নাম আপনি জানিয়া কি করিবেন?

গদাধর। পরে জানিবেন?

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সরোজনাথ উত্তর দিলেন,—"তাহার নাম পাষণ্ড নবকুমার রায় চৌধুরী। সে বর্দ্ধমানের একজন জমীদার; সরোজিনী নাম্নী কোন যুবতী সন্ন্যাসিনীর সতীত্ব নাশ করিয়াছে"।

"নবকুমার?—নবকুমার রায় চৌধুরী"? অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত গদাধর শর্ম্মা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সরোজনাথ। হাঁ নবকুমার রায় চৌধুরী,—আপনি তাহাকে কি প্রকারে জানিলেন?

গদাধর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, তাঁহার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে—আপনি ক্ষণেক বিশ্রাম করুন, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে সমস্ত কথা বলিব।" এই বলিয়া গদাধর শর্ম্মা কুটির বাহিরে গমন করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

গদাধর শর্ম্মা চলিয়া গেলেন। সরোজনাথ ভাবিতে লাগিলেন,—"সরোজিনীর সতীত্ব রক্ষা কে করিল, তাহা ইনি কিছুই বলিলেন না, অথচ "তাহার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে" কেমন করিয়া জানিলেন? প্রতারণা?—না, প্রতারণা কেমন করিয়া সম্ভব? ইনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী, মিথ্যা কথা কেমন করিয়া বলিবেন?"

এই প্রকারে সরোজনাথ অনেকক্ষণ অনেক প্রকার চিন্তায় হৃদয় আকুলিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

ক্ষণকাল পরেই গদাধর শর্ম্মা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সরোজনাথ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,

—"মহাশয় আপনি সরোজিনীর কথা কেমন করিয়া জানিলেন?"

গদাধর। তা' এখন বলিতে পারি না, এবং বলিতেও অনেক বাধা আছে। আপনি বলবান সহায় প্রার্থনা করিতেছিলেন, আমি আপনার সে অভাব পূরণ করিতে পারি।"

সরোজনাথ। যদি সরোজিনী সাক্ষাৎ নরপিশাচের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে আর আমার বলবান সহায়ের আবশ্যক নাই।

গদাধর। আপনি নিজের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, সরোজিনীর উদ্ধারের জন্য বলবান সহায় প্রার্থনা করেন, কিন্তু পরের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে জানেন না।

গদাধর শর্ম্মার কথা শুনিয়া সরোজনাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পুনরায় গম্ভীরভাবে গদাধর শর্ম্মা কহিলেন,—"আপনি বোধ হয় এখনও আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই?"

সরোজনাথ। না।

গদাধর। মনে করুন, আপনার পরিচিত বা অপরিচিত কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়াছেন। আপনার সম্যক সাহস ও বল নাই বলিয়া আপনি তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার

করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু যদি আপনার কোন বলবান সহায় থাকিত, তাহা হইলে হয় তো আপনি অনায়াসে সে বিপদে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন। তাহা হইলেও কি আপনি বলবান্ সহায় গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহেন?

সন্দিগ্ধচিত্তে সরোজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এমন্ নিঃস্বার্থ পরোপকারী কি কেহ আছে?"

গদাধর। পৃথিবীতে নাই কি?

সরোজনাথ। আমি যাহা চাই সে প্রকার?

গদাধর। হাঁ, থাকিলেও তো থাকিতে পারে।

সরোজনাথ বিস্মিত নয়নে গদাধর শর্ম্মার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন,—"যদি এ প্রকার নিঃস্বার্থ পরোপকারী কেহ থাকে, তবে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। আমি কোন্ কীটাণুকীট!! লক্ষ লক্ষ মনুষ্য তাঁহার পদসেবা করিতে যত্নবান হইবে। আমি এ প্রকার বলবান সহায় একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি।

গদাধর। যদি প্রার্থনা করেন, তবে সন্ধ্যার সময় আমার সহিত একস্থানে গমন করিবেন।

সরোজনাথ। কাঁহার নিকট গমন করিব?

গদাধর শর্ম্মা কেবলমাত্র বলিলেন "সন্ধ্যার পর আপনার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে। আপাততঃ, আপনি আমার কুটীরে অবস্থান করুন—আমি চলিলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গদাধর শর্ম্মা চলিয়া গেলেন। সরোজনাথ আবার নানা প্রকার ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে নবকুমার রায় চৌধুরী।

বর্দ্ধমানের সেই ভগ্ন বাটীতে দুইটি বড় ঘর, কারাগার স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ অত্যাচারকারী-গণকে, সেই কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। পাঠক! চলুন একবার কারাগারে প্রবেশ করি—দেখি, সেই অন্ধকার গৃহে সন্ন্যাসীগণ কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিনা?

আছে, একজন আছে। পাষণ্ড নরপিশাচ নবকুমার রায় চৌধুরী এই কারাগারে আবদ্ধ আছে। যে দিন নবকুমার ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নরককৃমিবৎ আচরণ করিতে গিয়াছিল, সেই দিন হইতেই সে সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্মকারাগারে আবদ্ধ।

নবকুমার এখন ঐশ্বর্য্য ভুলিয়াছে, আপনার গরিমা নিরাশার অনন্তসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে,—প্রাণের আশায়

কৃতাঞ্জলি হইয়া সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু হায়! পাপিষ্ঠের দিকে কেহ চাহিয়াও দেখে না।

নবকুমার সেই পূতিগন্ধময় অন্ধকার গৃহে বসিয়া করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া ভাবিতেছে,—"আমি কি ছিলাম—আর এখন ঘটনাচক্রে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। ইংরাজ এদেশের রাজা, শান্তিরক্ষণের যথেষ্ঠ প্রহরী পাহারা আছে, কিন্তু অর্থবলে আমি তাহাদের ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। কত সতীর কৌস্তভমণি কাড়িয়া লইয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? আমি জানিতাম, অর্থবলে অসাধ্য সাধন হয়, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি অর্থ কেবলমাত্র আমার ন্যায় পশুকে বশে আনিতে পারে।"

এই প্রকারে নবকুমার রায় চৌধুরী অশেষ যাতনায় দিনযাপন করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই পাষণ্ডের দুঃখে দুঃখী হইত না বা দয়া প্রকাশ করিত না।

একদিন জয়রাম নবকুমার রায় চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "তোমার মনের গতি কিরূপ?"

নবকুমার। নরক অপেক্ষাও জঘন্য।

জয়রাম। নরকেই তুমি পচিয়া মরিবে।

নবকুমার। তাহা হইলে এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বীণাপাণি।

একদিন সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমানের সেই ভগ্নবাটীর ছাদের উপর, সাহেবের পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষিতা সেই কোমলপ্রাণা পঞ্চদশবর্ষীয়া সরলা বালিকা এবং শান্তিময়ী-মা বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছিলেন!

শান্তিময়ী-মা বলিলেন,—"বীণাপাণি! তোমার স্বামী তোমায় এত ভালবাসিতেন, তবে তোমায় ত্যাগ করিলেন কেন?

বীণাপাণি। লোকনিন্দার ভয়ে।

শান্তিময়ী-মা। কেন সত্যবিজয় কি তাঁহাকে তোমার সমস্ত ঘটনা বলেন নাই?

বীণাপাণি। বলিয়াছিলেন।

শান্তিময়ী-মা। তবে তিনি তোমায় গ্রহণ করিলেন না কেন?

বীণাপাণি। লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন।

শান্তিময়ী-মা। লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তিনি তো বিশ্বাস করিয়াছেন?

বীণাপাণি। হাঁ মৌখিক বটে।

শান্তিময়ী-মা। আন্তরিক নয়, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?

বীণাপাণি। তাহা হইলে লোকনিন্দার দোহাই দিতেন না।

শান্তিময়ী-মা। তবে তুমি এখন কি করিবে?

বীণাপাণি। আজীবন স্বামীপদ ধ্যান করিব, আর তোমার নিকট জ্ঞানোপদেশ শুনিব।

শান্তিময়ী-মা। আগামী বৈশাখ মাসে যখন আমরা মুঙ্গেরের আদিদুর্গে উপস্থিত হইব, তখন তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে?

বীণাপাণি। যাইব।

শান্তিময়ী-মা। তোমার সেদিনকার গীতগুলি বড়ই সুখশ্রাব্য হইয়াছিল। তোমায় কে গান গাহিতে শিখাইয়াছিল, বীণাপাণি?

বীণাপাণি। আমার স্বামী।

শান্তিময়ী-মা। আজ আবার গাওনা!

বীণাপাণি। আমি গাহিলে, তুমি গাহিবে?

শান্তিময়ী-মা। গাহিব।

বীণাপাণি।— (গীত)

"ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হ'য়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর, গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম্ ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি—অধিক উঠে তাপ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে?
নিচয় ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বাধিল পরাণে॥"

শান্তিময়ী-মা। তোমার সেই শ্যামসুন্দরের বর্ণনাটা একবার গাওনা!—সেটী বড় সুন্দর!!

বীণাপাণি।— গীত।

"ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং।
ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতং॥
বন্দে গিরিবর-ধর পদ-কমলং।
কমলাকর কমলাঞ্চিত মমলং॥
মঞ্জুল মণি নূপুর রমণীয়ং।
অচপল কুল রমণী কমনীয়ং॥
অলি লোহিত মাত-রোহিত ভাষং।
মধু মধূপীকৃত গোবিন্দ দাসং॥"

শান্তিময়ী-মা। বাস্তবিক, এসকল গীত কত সুমিষ্ট তা বলা যায় না।

বীণাপাণি। এইবার তুমি একটি গাও।

শান্তিময়ী-মা। তুমি আর গাইবে না।

বীণাপাণি। না।

শান্তিময়ী-মা।— গীত।

"ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব জনম, সৎ সঙ্গে তরহ,
এ ভব-সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত, বরিখ, এদিন,
যামিনী জাগি রে।

বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ সব লাগিরে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল, জীবন টল মল,
ভজ হুঁ হরিপদ নিত রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান, আত্ম-নিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥

বীণাপাণি। তুমি এ গান কার কাছে শিখ্‌লে?

শান্তিময়ী-মা। একজন ভিখারিণী গায়িকার কাছে।

বীণাপাণি। সে ভিখারিণী কোথায় থাকিত।

শান্তিময়ী-মা। আমাদের বাড়ীর কাছে তাহার একটি কুটীর ছিল, সে বৎসরের মধ্যে দুই চারি মাস তথায় আসিয়া বাস করিত।

বীণাপাণি। আর অন্য সময়?

শান্তিময়ী-মা। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিত।

বীণাপাণি। তার সহিত তোমার আলাপ হইল কেমন করিয়া?

শান্তিময়ী-মা। সে আমাদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে আসিত।

বীণাপাণি। এখন সে কোথায়?

শান্তিময়ী-মা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন "জানি না।"

বীণাপাণি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কেন?

শান্তিময়ী-মা। আজ রাত্রি হইয়া গিয়াছে—চল নীচে যাই। তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি একবার মন্ত্রণাগৃহে যাইব।

বীণাপাণি। কেন তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে বলিয়া যাও।

"সে অনেক কথা—কাল বলিব" এই বলিয়া শান্তিময়ী-মা নীচে নামিয়া গেলেন। বীণাপাণিও তৎপশ্চাদবর্ত্তিনী হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আহেরিয়ার পুষ্পচয়ন।

আহেরিয়া আর তাহার সহচরীগণের সহিত হাস্যমুখে কথাবার্ত্তা কহে না। যুগলা, অরুণা এবং তরুণা, আহেরিয়াকে বড় ভালবাসিত, তাই তাহারা আহেরিয়ার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত হইত।

আহেরিয়া রাজ-পরিবার-ভুক্তা ভিলরমণী। বয়ঃক্রম, চতুর্দ্দশ বৎসর হইলেও—বঙ্গদেশীয় ষোড়শী যুবতীর সহিত সমতুল্যা। আহেরিয়া সুন্দরী, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা লেখনীর সাধ্যাতীত। অনেকে মনে করিতে পারেন, অসভ্য ভিল-জাতির কন্যা, কেমন করিয়া সুন্দরী হইবে? কিন্তু যদি কোন পাঠক অদ্যাপিও ভাগলপুর, মুঙ্গের অঞ্চলে গমন করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, ভিলরমণী সুন্দরী

হয় কিনা। আহেরিয়ার সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিভা বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলে, গ্রন্থকার একজন উৎকৃষ্ট স্বভাব—কবি হইতে পারিতেন—সন্দেহ নাই, কিন্তু কি করা যায় লেখনী সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

একদিন অতি প্রত্যূষে আহেরিয়া একেলা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আদিতুর্গ মধ্যের শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ উদ্যানে, শিব-পূজার জন্য ফুলচয়ন করিতেছে আর ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় গুণ গুণ রবে আপনার মনে গীত গাহিতেছে।

তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই, বৃক্ষাদির নিম্নতলে তখনও অন্ধকার রহিয়াছে। কোকিলগণ "কুহু" "কুহু" করিতেছে, বায়সেরা পক্ষ বিস্তার করিয়া যতবার কোকিল-গণের "কুহু" "কুহু" রবে গান গাহিবার জন্য, অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, ততবারই সেই "কা" "কা" ভিন্ন আর কোন স্বরই বাহির হইতেছে না। আহেরিয়া আপনার মনে ফুলচয়ন করিতেছে আর মাঝে মাঝে গুণ গুণ করিয়া গীত গাহিতেছে——

"সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥"

কখন বলিতেছে—

" বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম.
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গী ঠাম,
নয়াণ কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি ॥"

কখন বা বলিতেছে—

" কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী ?
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী ॥
ধিক রহুঁ হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে ॥"

আবার—

"পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর ॥
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল 'পি'।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল 'রী' ॥

পুনঃ যে মথিয়া, অমিয় হইল,
তাহে ভিয়াইল 'তি'।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম, ভরম,
কিবা জাতি কিবা কুল তার॥
এ হেন পিরিতী, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥"

এই প্রকারে উদ্যান মাঝে স্বভাবসুন্দরী আহেরিয়া আপন মনে গীত গাহিতেছে আর ফুলচয়ন করিতেছে। এমন সময় হটাৎ শিবমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, আদিদুর্গের নেতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন। আহেরিয়া, কে জানে—কেন প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তৎপরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক দৃষ্টে মন্দির পানে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল। আহেরিয়া দেখিল, তিনি পূজায় বসিলেন। ধীরে ধীরে আহেরিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আহেরিয়া নিজে চলিতেছে না, যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে তাহাকে মন্দিরের দিকে লইয়া যাইতেছে। ক্রমে ক্রমে সে মন্দিরের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইল।

এই সময় আদিদুর্গের নেতা একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন; দেখিলেন, আহেরিয়া কতকগুলি ফুলচয়ন করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা। মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল, আবার তৎক্ষণাৎ আহেরিয়ার চক্ষু নত হইল।

আদিদুর্গের নেতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আহেরিয়া তুমি এত প্রত্যূষে উদ্যানে আসিয়াছ?"

আহেরিয়া কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আহেরিয়া তুমি কি শিব পূজা করিতে আসিয়াছ?"

বার বার তিনবার। আহেরিয়া ভাবিল,—"এবার উত্তর না দিলে বড়ই অন্যায় হইবে।" এই ভাবিয়া আহেরিয়া স্থির করিল, এবার যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন—তাহারই যথাযথ উত্তর দিবে।

তিনি এবার একটু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আহেরিয়া! তুমি কথা কহিতে পার না? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন?"

কেন কথার উত্তর দিতে পারে নাই, তাহা আহেরিয়া জানে না; অথচ এইবার উত্তর না দিলে নয়। আহেরিয়া বলিল,—"কি উত্তর দিব?"

নেতা। তুমি এত প্রত্যুষে উঠিয়া আসিয়াছ কেন?

আহেরিয়া। কাল রাত্রে ঘুম হয় নাই।

নেতা। অরুণা, তরুণা, যুগলা কোথায়?

আহেরিয়া। তাহারা আসে নাই।

নেতা। যাও! তুমি পুষ্পচয়ন করগে—তোমার সহচরীগণ আসিলে শিব পূজা করিও।

এই বলিয়া আদিদুর্গের নেতা শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। আহেরিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গায়িকা, (ওরফে) সরোজনাথ।

হুগলিতে, সরোজনাথকে কুটীরে অবস্থান করিতে বলিয়া গদাধর শর্ম্মা যে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সরোজনাথ জানিতেন না। জানিতেন কেবল,—"সন্ধ্যার সময় আপনার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে, আপাততঃ আপনি আমার কুটীরে অবস্থান করুন—আমি চলিলাম।" গদাধর-শর্ম্মা যে কয়টী কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মনে প্রতি মুহূর্ত্তে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সরোজনাথ সেই কুটীর মধ্যস্থিত তৃণ-শয্যাপরি শয়ন করিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"সরোজিনীকে পাষণ্ড নবকুমার রায়চৌধুরীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিল কে? যদি সন্ন্যাসীর কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। আমার

জীবনে কোন অসুখ ছিল না; গান গাহিতাম, ভিক্ষা করিতাম—সুখে দিনপাত হইত, কিন্তু অভাগিনী সরোজিনী আমার সহিত স্বইচ্ছায় কুলের বাহির হইল,—"বিজয়" "বিজয়" এই ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া দিনপাত করিবে স্থির করিয়াছিল, অবশেষে বর্দ্ধমানে নরপিশাচ নবকুমার রায়চৌধুরীর কর-কবলিত হইল। হায়! ঈশ্বরের অবিচার—ললাটের লিখন,—কে খণ্ডাইবে বল? সরোজিনী প্রেমে পাগলিনী! উন্মাদিনী!! ভগবান তাহাকে কি ক্লেশই না দিতেছেন। প্রাচীনেরা যে বলিয়া গিয়াছেন,—"সুখ দুঃখ মনুষ্যের করায়ত্ত নহে তাহা সত্য!" দেখ! সরোজিনীর সুখের সংসার ভাল লাগিল না, সুখ-আশায় কুলে কলঙ্ক দিয়া বাটীর বাহির হইল—কিন্তু সুখ পাইল কই?"

পাঠক! বোধ হয় সরোজনাথ কে তাহা জানিতে পারিয়াছেন। সরোজনাথ পূর্ব্বোক্ত গায়িকা—সরোজিনীর সঙ্গিনী।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সরোজনাথ অনেক চিন্তা করিলেন, তথাপি গদাধর শর্ম্মা ফিরিয়া আসিলেন না। সরোজনাথ তখন বিরক্তিকর সময়, অতিবাহিত করিবার জন্য, গান ধরিলেন।

(গীত)

"মম সুখোদয় যে দিনে উদয়।
হবে মা তারিণী জানি সমুদয়॥

এ ভব-সংসার সকলি অসার।
হবে নৈরাকার জলে জলময়।।
মম সুখোদয় যে দিনে উদয়—ইত্যাদি

দিবা ভাগে রাত্র, রাত্র ভাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন।
আদ্যাশক্তি যবে হবেন শক্তিহীন,
দয়াময়ীর হবে পাষাণ হৃদয়।।
মম সুখোদয় যে দিনে উদয়—ইত্যাদি

কিয়ৎক্ষণ সরোজনাথ নিস্তব্ধ হইলেন। আবার সরোজিনীর কথা ভাবিতে লাগিলেন—"সরোজিনী কি সত্য সত্যই পিশাচ দানবের কর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে?"

অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই এক ভাবনাই ভাবিলেন, তথাপি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনে কত প্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল,—"সন্ন্যাসী ভণ্ডসাধু হইতেও পারে; কিন্তু—আমায় এরূপ আশা দিয়া রাখা কি জন্য,—অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে।" গায়িকা আবার গান গাহিতে লাগিলেন:—

স্বরসতীর হবে বেদে অবিচার,
কমলার হবে কু-ভক্ষ্য আহার।

অনাদির হবে জীবন সংহার,
পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয় ।।
মম সুখোদয় যে দিনে উদয়—ইত্যাদি

পবনের যে দিন গতিরোধ হবে,
ভুজঙ্গেতে যে দিন গড়ুরে দংশিবে।
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে নাশিবে,
সিংহিনীর হবে শৃগালের ভয় ।।
মম সুখোদয় যে দিনে উদয়—ইত্যাদি

অপার সমুদ্র বিড়ালে লঙ্ঘিবে,
পূর্ব্বের ভানু পশ্চিমে উদিবে।
ক্ষুদ্রজীব পঙ্গু সুমেরু লঙ্ঘিবে,
সত্যবাদী যদি মিথ্যাবাদী হয় ।।
মম সুখোদয় যে দিনে উদয়—ইত্যাদি

চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অমলে মরণ।
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে পাষাণ হৃদয় ।।
মম সুখোদয় যে দিনে উদয়—ইত্যাদি

দিবাভাগে রাত্র, রাত্রভাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট, সমুদ্রের মীন।
আদ্যাশক্তি যে দিন হবেন শক্তিহীন,
যুধিষ্ঠিরের হবে পাপের আশ্রয়॥
ভূমিকম্প হবে কাশী-তীর্থ-ধামে,
সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে।
যদি সুখী হই হব সেই দিনে,
নতুবা সে আশা এ জনমে নয়॥
মম সুখোদয় যে দিনে উদয়
হবে মা তারিণী জানি সমুদয়" —ইত্যাদি।

গীত গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যা হইল। গদাধর শর্ম্মা ফিরিয়া আসিলেন।

সরোজনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গদাধর শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি আপনাকে যথায় লইয়া যাইব—আপনি তথায় যাইতে স্বীকৃত আছেন?"

সরোজনাথ। আছি।

গদাধর শর্ম্মা। যদি স্বীকৃত থাকেন, তবে এই চাদরে চক্ষু বন্ধন করুন, আমি আপনার হাত ধরিয়া লইয়া যাইব।

সরোজনাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং চাদরে

লইয়া নিজ চক্ষু বন্ধন করিলেন। গদাধর শর্ম্মা ধীরে ধীরে সরোজনাথের হস্ত ধরিয়া "আদিদুর্গের হুগ্‌লির শাখা সম্প্রদায়ের স্থানীয় আবাসস্থলে" লইয়া চলিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আহেরিয়ার বিবাহ।

শুক্লপক্ষীয় রজনী; চন্দ্রিমাভায় জগৎ আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। আদিদুর্গের "নেতা" দিনের সকল কার্য্য সমাপন করিয়া কালীমন্দিরের দ্বারদেশে যে প্রস্তর নির্ম্মিত বসিবার স্থান আছে তাহাতেই শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। আহেরিয়া তাঁহার পদসেবা করিবার অনুমতি পাইয়াছিল কিনা, তাহা জানি না; কিন্তু সে নেতার পাদদেশে বসিয়া, মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে এবং রোদন করিতেছে।

কে জানে কেন আহেরিয়া ক্রন্দন করিতেছে, কিন্তু লেখনী লিখিতে চায় "মদনের লুকোরিচু ভাল।"

নিদ্রাবেশে আদিদুর্গের নেতা পদ প্রসারণ করিলেন,

বিস্তৃত-পদ আহেরিয়ার গাত্রস্পর্শ হইবামাত্র, "নেতার" নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন, পাদদেশে আহেরিয়া বসিয়া আছে—চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন।

আহেরিয়ার বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল, ওষ্ঠদ্বয় শুখাইয়া গেল। কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে "নেতার" নিকট আপনার মনের ভাব জ্ঞাপন করিবে।

"নেতা" জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আহেরিয়া! রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তুমি এখানে কেন?"

আহেরিয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নেতা বলিলেন,—"আহেরিয়া! তুমি ক্রন্দন করিতেছ, কেন?"

আহেরিয়া। হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে পারিনা বলিয়া।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া "নেতা" জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন! তোমার কি হইয়াছে?"

আহেরিয়া। কি হইয়াছে? আমার যাহা হইয়াছে তাহা অপরের হয় না। আপনি অন্ধ! তাই দেখিতে পান্ না; বধির,—তাই হৃদয়ের অস্ফুট ভাষা শ্রবণ করিতে সক্ষম হন্ না; হৃদয় হীন,—তাই অবলা সরলা বালা আহেরিয়ার হৃদয়ে কি হইতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারেন না।

নেতা। (স্বগতঃ) এ প্রণয়ের ছলনা। (প্রকাশ্যে) তুমি কাহাকেও ভালবাসিয়াছ?

আহেরিয়া। ভালবাসিয়াছি? ভালবাসিয়াছি কেন, তাঁহার চরণে দেহ মন প্রাণ সমস্তই চিরজীবনের তরে বিক্রয় করিয়াছি, কিন্তু তিনি অধিনীকে ভুলিয়াও চাহিয়া দেখেন না।

নেতা। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে, এখন যাও বাড়ী যাও।

আহেরিয়া। আপনি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আমি তাঁহাকে পাইব? ভাল, আপনি সত্যবাদী, আপনার কথা মিথ্যা হইবার নহে—আকাশবিহারী চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহতারাগণ!—তেত্রিশ কোটী অমর!—অন্তর্যামী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর!!—যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যে যথায় আছ, সকলে অবলার সাক্ষী হও!! আদিদুর্গের চিরপ্রসিদ্ধ "সত্যবাদী" নেতা আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, "আমি যাহাকে ভালবাসি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব।" তবে যাঁহাকে ভালবাসি, এই মালা আমি তাঁহার গলায় অর্পণ করিব।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আহেরিয়া এক ছড়া মালা নিজ বস্ত্র মধ্য হইতে বাহির করিয়া, মূহূর্ত্ত মধ্যে চকিতের ন্যায় আদিদুর্গের "নেতার" গলায় পরাইয়া দিয়া দুই চারিপদ সরিয়া দাঁড়াইল।

হটাৎ উর্দ্ধফণা কালফণী দেখিয়া মানবে যে প্রকার ভয়বিহ্বল চিত্তে দূরে লম্ফ প্রদান করে, আদিদুর্গের "নেতা"

সেই প্রকার লম্ফ প্রদান করিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

গলস্থিত মালা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া রুদ্রকণ্ঠে বলিলেন "দুশ্চারিণী! পাপিয়সী!! তোর মনে এই ছিল?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে আহেরিয়া নিজ বক্ষস্থল হইতে তীক্ষ্ণছুরিকা উন্মুক্ত করিল—চন্দ্রিমাভায় সে ছুরিকা ঝক্ মক্ করিতে লাগিল—আহেরিয়া বলিল,—"দেবগণ সাক্ষী! দেবীগণ সাক্ষী!! —আমি সতী! পতির গলায় মালা প্রদান করিয়াছি—পতি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহা হইলে এই ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিব। নাথ! প্রাণনাথ!! আমি ছিলাম অসভ্যা ভিলরমণী, তুমি আমায় শিক্ষিতা করিয়াছ; থাকিতাম উলাঙ্গিনী তুমি আমায় বেশভূষা ধারণ করাইয়াছ; অসভ্য ছিলাম, তোমার কৃপাবলে সভ্য হইয়াছি; তোমার আশীর্ব্বাদে প্রাণপতি সংমিলন হইয়াছে,—তবে, কেন তাহাতে বঞ্চিত কর? যদি একান্ত ভিলরমণী বলিয়া মনে ঘৃণা হয়, তাহা হইলে অনুমতি কর, আমি তোমার ছায়াস্পর্শও না করিয়া, তোমারই ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবন ধারণ করিব—কিন্তু তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী—ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তোমার গলে মালা প্রদান করিয়াছি, তুমি আমায় দুশ্চারিণী বলিও না।' ভিলরমণী মরণে ভয় করে না, এই শাণিত ছুরিকা দ্বারা নিজ বক্ষস্থল বিদ্ধ করিব"—

আদিদুর্গের "নেতার" হৃদয় বিচলিত হইল, তিনি বিনীত-ভাবে আহেরিয়াকে ছুরিকা লুক্কাইত করিতে বলিলেন। আহেরিয়া তাহাই করিল।

নেতা। যাও আহেরিয়া! বাড়ী যাও।

আহেরিয়া কোন কথা কহিল না। নীরবে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রস্থান করিল।

আদিদুর্গের "নেতা" কাষ্টপুত্তলিকার ন্যায় এই অভাবনীয় ঘটনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, অবশেষে,—"হা সুরোজ! অভাগিনী, তুমি এখন কোথায়?" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সেই প্রস্তরোপরি পতিত হইলেন।
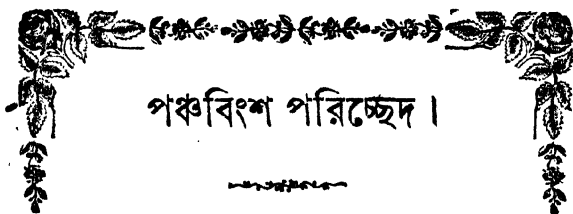
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিময়ী-মা'র পূর্ব্বকথা।

একবিংশ পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনায় সাত আট দিন পরে বীণাপাণি আবার একদিন শান্তিময়ী-মাকে ধরিয়া বসিল। বলিল,—"আমায় আজ সেই কথা বলিতে হইবে"।

শান্তিময়ী-মা। কি কথা?

বীণাপাণি। সে দিন যাহা বলিবে বলিয়াছিলে।

শান্তিময়ী-মা। সে দুঃখকাহিনী শুনিয়া তুমি কি করিবে?

বীণাপাণি। তুমি একেলা দুঃখভার বহন করা অপেক্ষা যদি আমি তাহার অংশ বহন করি, তাহা হইলে কি ভাল হয় না।

শান্তিময়ী-মা। আচ্ছা তবে শুনঃ—আমি "সালিখা" নিবাসী কোন ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যা। আমাদের বাটীর ঠিক পার্শ্বে নীলরতন মিত্র নামক কোন জমীদারের বাটী ছিল। তাঁহার একটি পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রের নাম বিজয়কৃষ্ণ মিত্র

(শান্তিময়ী-মা এই কথা বলিয়া জিহ্বা কর্ত্তন করিলেন) আর কন্যার নাম সরলা। আমি শুভক্ষণে সেই সুন্দর-কান্তি বিজয়ের সুন্দর মূরতি দর্শন করিয়াছিলাম। গোপনে আমাদের গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়াছিল এবং "উভয়েই কখনও অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না"—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।" বিজয়ের পিতা, বা আমার পিতা, বা অন্য জনপ্রাণীও আমাদের বিষয় জানিতেন না। আমার বয়ঃক্রম তখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু আমি পিতার একমাত্র কন্যা ছিলাম বলিয়া তিনি আমার বিবাহ দিয়া আমায় পিত্রালয়ের আদর হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। বিজয়ের পিতা বিজয়ের বিবাহ দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিলেন, কিন্তু বিজয় "বিবাহ করিব না" বলিয়া অনেক বাধা দেওয়ায় কোন ফল দর্শিল না বরং বিজয়ের আত্মীয়স্বজন সকলেই সন্দেহ করিল যে বিজয় অসৎপথে গমন করিয়াছে।

বীণাপাণি। তিনি কি করিলেন?

শান্তিময়ী-মা। বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে কোথায় পলায়ন করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

বীণাপাণি। তুমি জানিতে?

শান্তিময়ী-মা। পলায়নের পূর্ব্বে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি আমাকে তাঁহার পলায়নের কথা বলিয়াছিলেন।

বীণাপাণি। তুমি নিষেধ করিলে না কেন?

শান্তিময়ী-মা। নিষেধ করিলে কোন ফল দর্শিত না। তিনি তখন স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বীণাপাণি। কবে আসিবেন তাহা কিছু বলিয়াছিলেন?

শান্তিময়ী-মা। শীঘ্রই আসিবেন বলিয়াছিলেন।

বীণাপাণি। তার পর?

শান্তিময়ী-মা। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, মাসের পর মাস গেল, তথাপি তিনি ফিরিলেন না। ক্রমে আমাদের প্রণয়ের কথা, (কে বলিয়াছিল জানি না,) দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিজয় ধনীসন্তান, অনেকেই তাঁহার দিকে হইয়া আমায় "ডাইন" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আমার জন্য আমার পিতাকে একঘোরে করিবার ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল এবং অনেকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলেন, যে "যদি তোমার কন্যাকে তুমি ত্যাগ করিতে পার, বা সে আপন ইচ্ছায় বাটীর বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তোমার বাটীতে জলগ্রহণ করিব—নচেৎ নয়" আমার পিতার আমি একমাত্র কন্যা, সুতরাং মায়া বশতঃই হউক, বা দেশের লোকের অত্যাচারেই হউক তিনি দিনে দিনে উন্মাদের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। ওদিকে, এই দুই তিন মাসের মধ্যে বিজয়ের পিতার মূর্চ্ছারোগ এবং মাতার চক্ষু,

ক্রন্দন করিয়া, অন্ধ প্রায় হইল। পিতা মাতার দিবানিশি ভৎসনায়, আত্মীয়গণের সাংঘাতিক কটুক্তিতে, এবং প্রধানতঃ বিজয়ের বিরহে সংসার আমার পক্ষে কারাগারের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শান্তিময়ী-মার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল—কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

বীণাপাণি। থাক্ আর একদিন শুনিব—আজ তোমার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! কেন নেবান আগুণ জ্বালাইয়া দিলাম।

শান্তিময়ী-মা ক্ষণপরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আবার বলিতে লাগিলেন,—"তার পর, আমাদের বাটীর খুব নিকটে একজন গায়িকা থাকিত (যাহার কথা সেদিন বলিয়াছি) তাহার সহিত একদিন রাত্রি দুইটার সময় উদ্দ্যেশে পিতা মাতার চরণে নমস্কার করিয়া "বিজয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত ভারতবর্ষ তোলপাড় করিব, নয়, তাঁহার সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, মৃত্যুকালে যদিও সাক্ষাৎ পাই, তাহা হইলেও 'প্রাণনাথ'!'প্রাণনাথ'!! বলিতে বলিতে, (যে মূর্ত্তি দেখিয়া, যৌবনে প্রাণ, মন, হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম,) সেই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব", এই স্থির করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম"।

বীণাপাণি। তার পর?

শান্তিময়ী-মা। তার পর, আর সকলি তুমি জান। কেমন করিয়া বর্দ্ধমানে নবকুমার রায়চৌধুরির হস্তে পড়িয়া উদ্ধার পাইলাম এবং কেমন করিয়া এই স্থানীয় সন্ন্যাসী-দিগের "শান্তিময়ী-মা" হইলাম, তাহাও তুমি জান।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাৎসরিক সম্মিলন।

বৈশাখ মাস নিকটবর্ত্তি হইতে লাগিল। আদিত্যের ভ্রাতৃমণ্ডলী সমস্ত ভারতবর্ষে যে যথায় ছিল, সকলে বৎসরের প্রথমে সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য, অনেক দিন ধরিয়া যে বৈশাখ মাসের আরাধনা করিতেছিল, সেই বৈশাখ মাস আগত প্রায়। যে সম্প্রদায় যতদূরে আছে, তাহারা তত শীঘ্র স্থানীয় আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া, মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করিল। জয়রাম, সত্যবিজয়, সদানন্দ এবং নিত্যানন্দ আর আর সকল সন্ন্যাসীবৃন্দকে লইয়া "শান্তিময়ী-মার" আজ্ঞা প্রার্থনা করিল,—"মা! কবে আমরা মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করিব?"

শান্তিময়ী-মা উত্তর দিলেন,—"চৈত্র মাসের দশদিন থাকিতে আমরা এখান হইতে যাত্রা করিব।"

আদিদুর্গের নেতা পঞ্চদশ সহস্র ভ্রাতার উত্তম অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই পঞ্চদশ সহস্র ভ্রাতার সমস্ত বৈশাখ মাসের আহারীয় দ্রব্য দুর্গ মধ্যস্থ গোলাঘরে বোঝাই করিয়া রাখা হইল।

১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। একে একে

"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"

এই সৃষ্টি সংহারক নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নানা দেশ বিদেশ হইতে সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণ দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সকলেরই আনন্দ অপরিসীম—কে কাহার সহিত আলাপ করিবে, তাহা যেন স্থির করিতে পারে না।

বেলা ৪টার সময় দুর্গপ্রাঙ্গনে এক বিরাট সভা হইল,— আদিদুর্গের নেতা সন্ন্যাসী ভ্রাতৃবর্গের সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক উচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"স্বদেশ বৎসল অত্যাচার-দমন-কারী-সহৃদয়-ভ্রাতৃগণ! আজ তোমাদের কি আনন্দের দিন। একতার স্বর্ণশৃঙ্খলে এই পঞ্চদশ সহস্র ভ্রাতা আবদ্ধ হইয়া, এক নিয়মে, এক প্রণালীতে, এই এক বৎসর নানাদেশে নানাস্থানে থাকিয়াও একই উদ্দেশ্য পালন করিয়াছ, প্রত্যেক ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে একথা লিখিত থাকিবে। বৎসরের প্রারম্ভে আমি আবার তোমাদের পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিই—

দুইটী আমাদের মূলমন্ত্র ঃ—

"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা"

এবং

"কালী করাল-বদনী মা"

সেই পঞ্চদশ সহস্রজন যেন শব্দের প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিল,—"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" "কালী করাল-বদনী মা।"

আদিদুর্গের নেতা আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—

তিনটি আমাদের উদ্দেশ্য ঃ—

প্রপীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করা।

প্রপীড়কদিগের উপর দণ্ডবিধান করা।

ভারতের একমাত্র গরিমা সতীর সতীত্ব রক্ষা করা।

বিশ্বাস আমাদিগের বল; সাহস আমাদিগের ধন; অত্যাচারকারীগণকে দণ্ড দেওয়া আমাদিগের গৌরব; এবং সতীর, সতীত্ব রক্ষা করা আমাদিগের পুণ্য। ভ্রাতৃগণ! আমার এই সামান্য কথা কয়টী মনে রাখিয়া আবার স্বকার্য্য সাধনে অগ্রসর হও—ভগবান তোমাদের সহায়।

সেই পঞ্চদশ সহস্র ভ্রাতা আনন্দে মাতুয়ারা হইয়া,

ভক্তিভরে আবার উচ্চৈস্বরে বলিল,—"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" "কালী করাল-বদনী মা।"

সমস্ত দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল। সেই গগণভেদী চীৎকারে নিকটস্থ গিরিগহ্বর সকলে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" "কালী করাল-বদনী মা"। বন্যজন্তু সকল সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, সে চীৎকারের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল না, পাইল কেবল,—"হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" আর "কালী করাল-বদনী মা"।

এইরূপে ১লা বৈশাখ অতিবাহিত হইল। পরদিন স্থানীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নেতা আদিদুর্গের নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এইরূপ স্থিরীকৃত হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

গায়িকা সরোজিনী সম্মিলন।

সন্ধ্যার সময় শান্তিময়ী-মা এবং বীণাপাণি একটি ঘরে বসিয়া আছেন।

বীণাপাণি। তোমাকে আজ এত প্রফুল্লিতা দেখিতেছি কেন?

শান্তিময়ী-মা। এতদিনের পর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম।

বীণাপাণি। কখন?

শান্তিময়ী-মা। বিরাট সভায়।

বীণাপাণি। কোথায়।

শান্তিময়ী-মা। উচ্চ মঞ্চোপরি।

বীণাপাণি। তিনি তো "আদিদুর্গের নেতা"।

শান্তিময়ী-মা। তিনিই।

বীণাপাণি। তবে কি হবে?

শান্তিময়ী-মা। কেন?

বীণাপাণি। কাল্‌তো সকল স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতাকে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

শান্তিময়ী-মা। আমি দেখা করিব না।

বীণাপাণি। কেন?

শান্তিময়ী-মা। কি জানি যদি তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্য লোপ হয়।

বীণাপাণি। তবে তোমার হইয়া কে সাক্ষাৎ করিবে?

শান্তিময়ী-মা। জয়রাম, সত্যবিজয়, সদানন্দ বা নিত্যানন্দ, যে কেহ একজন সাক্ষাৎ করিবে।

বীণাপাণি। কেন আদিদুর্গের নেতা কি জানেন না যে বর্দ্ধমানের স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতা একজন স্ত্রীলোক?

শান্তিময়ী-মা। তা জানেন।

বীণাপাণি। তবে ইহাদের মধ্যে একজন সাক্ষাৎ করিলে কি হইবে?

শান্তিময়ী-মা। তবে আমার হইয়া তুমি সাক্ষাৎ করিও।

বীণাপাণি। তার চেয়ে তুমি একখানি পত্র লিখ্‌'না কেন?

শান্তিময়ী-মা। কি বলিয়া লিখিব?

বীণাপাণি। যাহা উচিত বিবেচনা করিবে।

শান্তিময়ী-মা। আচ্ছা তবে তাহাই করি।

এই বলিয়া "শান্তিময়ী-মা" পত্র লিখিতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই পত্রখানি সমাপ্ত করিয়া, বলিলেন, "বীণাপাণি! শুন দেখি—পত্রখানি কেমন হইয়াছে।"

পত্রপাঠ।

পূজ্যপাদ!

শ্রীযুক্ত "আদিদুর্গের নেতা"।

মহাশয়!

কোন নিগূঢ় কারণ বশতঃ আমি আপনার নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, যে আগামী কল্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের সকল নেতার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার দিন অবধারিত থাকা সত্ত্বেও, আমি (বর্দ্ধমান স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃ) আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনার সহিত আমার সর্ব্বসমক্ষে সাক্ষাৎ করাতে সমূহ বিপদ উপস্থিত হওয়া সম্ভব, তজ্জন্য আমার বিনীত প্রার্থনা, যে আমি আপনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই।

অনুগ্রহাভিলাষিণী

বর্দ্ধমান, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে উচ্চপদ প্রাপ্তা,

নিবেদিকা

"শান্তিময়ী-মা"

"বীণাপাণি। কে লইয়া যাইবে?

শান্তিময়ী-মা। তুমি।

বীণাপাণি। আমি কি রাধার দূতী?

শান্তিময়ী-মা। যাও কৃষ্ণের মানভঞ্জন করিয়া আইন।

বীণাপাণি। সে তো তোমার কায।

শান্তিময়ী-মা। না হয় তুমিই করিলে।

বীণাপাণি। বাপ্‌রে সে দুর্জ্জয়মান।

শান্তিময়ী-মা। তা হো'ক তোমায় যেতেই হবে।

বীণাপাণি। কাজে কাজেই।

উভয়ে এই প্রকারে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে এমন সময় দূরে গীতধ্বনি শ্রুত হইল ঃ—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!!

উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। কে কোথা হইতে গান গাহিতেছে স্থির করিতে পারিলেন না।

আবার সেই কণ্ঠে গীত হইল ;—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!!
জলেতে তুফান হয়েচে,
আমার নূতন তরী, ভাস্‌লো সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!!"

শান্তিময়ী-মা "ভিখারিণী! ভিখারিণী!!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহই কোন উত্তর দিল না।

আবার সেই সেতার-বিনিন্দিত-সংগীতধ্বনি নৈশগগন কম্পিত করিয়া উভয়ের কর্ণপটাহে আঘাত করিল।—

"ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ;
জোয়ার গাঙ্গে জল ঢুকেছে রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!!"

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া শান্তিময়ী-মা "ভিখারিণী! ভিখারিণী!!" বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বীণাপাণি পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

অধিকদূর যাইতে হইল না। সরোজনাথ আসিয়া শান্তিময়ী-মাকে "সরোজিনী! সরোজিনী!!" বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।
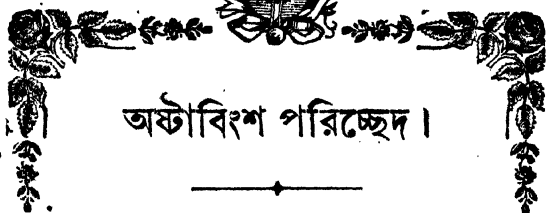
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গায়িকার পরিচয়।

গায়িকা এবং সরোজিনী উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব, কেমন করিয়া এই অভাবনীয় অচিন্ত্য ঘটনা ঘটিল, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

গায়িকা। সরোজিনী! তোমার সকল কথাই আমি শুনিয়াছি। কেমন করিয়া পাষণ্ড নরপিশাচ নবকুমার রায়-চৌধুরীর কঠোর হস্ত হইতে তোমার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে, কেমন করিয়া তুমি পঞ্চদশজন মাত্র সন্ন্যাসী লইয়া সাহেব-বিজয় করিয়াছিলে, কেমন করিয়া "শান্তিময়ীমা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধমান স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলে—তাহা আমি সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু গায়িকা কেমন করিয়া, তোমার অন্বেষণের জন্য পুরুষ

সাজিল, কেমন করিয়া গদাধর শর্ম্মার সহিত আলাপ পরিচয় করিল, কেমন করিয়া নবকুমার রায়চৌধুরীর কারাগারের কক্ষের ভগ্ন জানালা দিয়া পলায়ন করিল, কেমন করিয়া হুগলির স্থানীয় সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইল, কেমন করিয়া সরোজিনীর আদ্যোপান্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহের সহিত বৈশাখ মাসের আরাধনা করিয়াছিল, তাহা তুমি একবিন্দু বিসর্গও জান না?

সরোজিনী। না।

গায়িকা "তবে শুন"।

এই বলিয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল।

সরোজিনী। তুমি আমায় এত ভালবাস?

গায়িকা। বাসি বই কি বোন্।

সরোজিনী। তবে আমার শেষ উপকার কর?

গায়িকা। কি?

সরোজিনী। স্বামীর সহিত মিলাইয়া দাও।

গায়িকা। কোথায় তিনি?

সরোজিনী। এই খানেই।

গায়িকা। এই খানে? কে?

সরোজিনী। আদিদুর্গের নেতা।

গায়িকা। তিনি এখন কোথায়?

সরোজিনী। জানি না।

গায়িকা। আচ্ছা সন্ধান লইতেছি, আজ রজনীতেই পারি ভালই, নচেৎ কাল আবার পুরুষ-বেশ ধরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গায়িকা চলিয়া গেল, সরোজিনী ফিরিল। বীণাপাণি এতক্ষণ একটি বৃক্ষতলে লুক্কাইত থাকিয়া সরোজিনী এবং গায়িকার কথোপকথন শুনিতেছিল।

বীণাপাণি। উনি কে গা?

সরোজিনী। উনিই সেই গায়িকা।

বীণাপাণি। তবে আর তোমার ভাবনা কি?

সরোজিনী। বীণাপাণি! ভাবনা কিছু নাই সত্য, কিন্তু "সীতার অগ্নি পরীক্ষা" হইয়াছিল কেন জান?

বীণাপাণি। শ্রীরামচন্দ্র সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া।

সরোজিনী। কি সন্দেহ করিয়াছিলেন বল দেখি?

বীণাপাণি। রাবণের করে সীতা সতীত্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন কি না।

সরোজিনী। তেমনি যদি তিনিও সন্দেহ করেন।

বীণাপাণি। তাহা হইলে তুমিও কি অগ্নি পরীক্ষা দিবে নাকি?

সরোজিনী। দিব।

বীণাপাণি। ওমা সে কি বোন্?

সরোজিনী। কি মন্দ বোন্? যাঁর জন্য পিতৃকুলে

কলঙ্ক লেপন করিলাম,—যাঁর জন্য দেশত্যাগী হইয়া স্ত্রী-লোকের অসাধ্য কর্ম্ম করিলাম—যদি তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে মৃত্যুও হয়, তাহা অপেক্ষা আর সুখকর কি হইতে পারে বোন্? বীণাপানি একটা গান গাওনা।

বীণাপানি।— (গীত)

"মাধব! নিপট কঠিন মন তোর।
হাত হাঁত হাম, বাত শিখাইনু;
বাত না রাখিলি মোর।।
সো বর নাগরী, সহজই সুন্দরী,
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি, তোহে মিলাইনু,
কাহে উপেখলি রামা।।
তুহু অতি লম্পট, করলহি বিপরীত,
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছমী, চরণ পরে ডারসি,
কৈছে মিলায়ব আনি।।"

সরোজিনী। আর গাইতে হবেনা থাক্—একটা ভাল গান গাওনা।

বীণাপানি। আচ্ছা একটা ভাল গান গাই—

(গীত)

" বিরহে ব্যাকুল, বকুল তরুমূল,
পেখনু নন্দকুমার।
নীল-নীরজ, নয়ন নাহক,
ঝরই নীর অপার ॥

সরোজিনী। এই বুঝি তোমার ভাল গান?

বীণাপাণি। আচ্ছা এইবার শুন দেখি।

লেপি মলয়জ, পঙ্ক মৃগমদ,
তামরস ঘনসার।
নিজ পাণিপল্লবে, মুদল লোচন,
ধরণী পড়ু অসম্ভার ॥
বহই মন্দ, সুগন্ধি শীতল,
মন্দ মলয় সমীর।
জনু প্রলয়কারক, প্রবল পাবক,
দহই দ্বিগুণ শরীর ॥
অধিক বেপথু, টুটি পড়ু ক্ষিতি,
মসৃত মুকুতা মাল।
অনিল ভরে জনু, তমাল তরুবর,
মুঞ্চ সুমনস জাল ॥
মান মতি তেজি, চলহ সুন্দরি যাঁহা
রসিক রায়-রাসল ॥"

(গীত)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জয়দীশ হরে! ।।
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে! ।।
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনিকলঙ্ককলেবর নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে! ।।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে! ।।
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে! ।।
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে! ।।
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং।

কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ! ॥
বহসিবপুষি বিশদে বসনং জলদাভং।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ! ॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং
সদয়হৃদর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ! ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ! ॥
শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদিতমুদারং।
শৃণু মে সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ! ॥

এমন সময় গায়িকা ওরফে সরোজনাথ ফিরিয়া আসিল। ব্যগ্রভাবে সরোজিনী ওরফে "শান্তিময়ী-মা" তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি, এত তাড়াতাড়ি যে? ব্যাপার কি?"

গায়িকা। তা ভাল, শিগ্গির এসো, দেখে যাও।

তখন তাড়াতাড়ি তিনজনেই মন্দিরাভিমুখে ছুটিল।
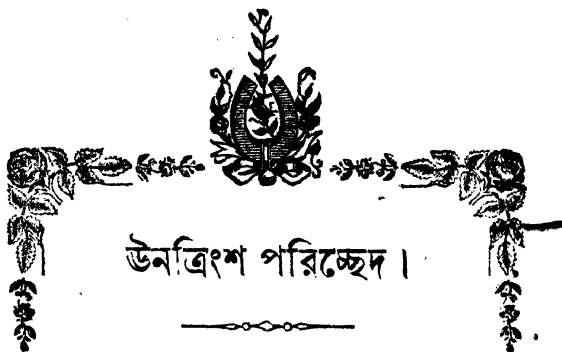
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গুরীয় প্রদর্শন।

আহেরিয়া, তরুণা, অরুণা এবং যুগলা চারিজনেই আদিদুর্গের উৎসবে মাতিয়াছিল। ভিল, সাঁওতালগণ সন্ন্যাসীদিগের বড় ভক্তি করিত তাই তাহারা এ কয় দিবস প্রাণপণে খাটিয়াছিল। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পর্ব্বতনিবাসী এবং পর্ব্বতনিবাসিনীগণের মধ্যে অনেকেই "পরদিন আসিবে" বলিয়া নিজ নিজ আবাসস্থলে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা ছিল তাহারা সকলে দুর্গমধ্যস্থ বাটীতে বিশ্রাম লাভার্থ শয়ন করিয়াছে। পঞ্চবিংশ সহস্র সন্ন্যাসী এবং এই সহস্র ভিল এবং সাঁওতাল এই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রায় সকলেই নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শায়িত হইয়াছে কিন্তু জাগ্রত আছে পাঁচজন।

তাহারা সকলেই পাঠকের পরিচিত। জাগ্রত আছে, বিজয়কৃষ্ণ ওরফে আদিদুর্গের নবনেতা—গায়িকা ওরফে সরোজনাথ—সরোজিনী ওরফে "শান্তিময়ী-মা"—বীণাপাণি এবং আহেরিয়া।

বিজয়কৃষ্ণ আদিদুর্গের নেতা হইয়া অবধি রজনীতে শিবমন্দিরেই শয়ন করে। যে দিকে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল সে দিকে রজনীতে বড় কেহ যাইত না, কারণ শিব-মন্দির হইতে দুর্গমধ্যস্থ বৃহৎ বাটী প্রায় এক পোয়া পথ ব্যবধান,—তার পরে উদ্যান, তার পরে শিবমন্দির এবং কালিমন্দির; সুতরাং সে দিকে বড় কেহ পূজার আবশ্যক ভিন্ন গমন করিত না। সকাল এবং সন্ধ্যার সময় মন্দিরে পূজা এবং আরতি হইত এবং কেবল সেই সময়েই মন্দির সম্মুখস্থ বিস্তৃত উদ্যান লোকে লোকারণ্য,—হইত নচেৎ অন্য কোন কার্য্যের জন্য সে দিকে কখনও কাহারও যাইবার আবশ্যক হইত না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, চারিদিক নিস্তব্ধ, বিজয়কৃষ্ণ মন্দির সম্মুখে বসিয়া আছে এমন সময় আহেরিয়া উপস্থিত হইল।

বিনীতভাবে বিজয়কৃষ্ণ আহেরিয়াকে বলিল "কেন আহেরিয়া কেন ও রূপের জ্যোতি আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিতেছ—আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি?"

আহেরিয়া। অপরাধ এই, তুমি আমায় কেন মরিতে দাও নাই?

বিজয়। মরিলে কি তুমি সুখী হইতে?

গুপ্তসিংহিনী যেন গর্জ্জিয়া উঠিল "মরিলে সুখী হইতাম কি না তাহা ভগবান জানেন। আজ ছয় মাস ধরিয়া তোমার ঐ দেবমূর্ত্তি আমার হৃদয়-কন্দরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; চন্দ্র, সূর্য্য, তেত্রিশকোটী দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, যে যথায় আছে, আমি সকলকে সাক্ষী করিয়া, তোমারি কথায়, তোমার গলে মালা প্রদান করিয়া, তোমায় বিবাহ করিয়াছি—তুমি সে বিবাহ অগ্রাহ্য করিতে চাও? তোমায় চাহিয়াছিলাম,—অন্তরে অন্তরে তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছিলাম—ভগবান তোমায় আমার সহিত প্রণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন, এখন তুমি সে কথা অগ্রাহ্য কর? যদি মরিতাম তাহা হইলে তোমার মুখে আমি একথা শুনিতে আসিতাম না—তুমি কেন আমায় মরিতে দিলে না!"

বিজয়। দেখ আহেরিয়া! আমি আমার হৃদয় অন্য জনে অর্পণ করিয়াছি, তাহা ফিরাইবার নয়। ভালবাসা একজন ব্যতীত দুইজনের উপর হয় না, তুমি কেন আমায় ভালবাসিয়া কাঙ্গালিনী হইবে?"

বিজয় এবং আহেরিয়ার যখন এই প্রকার কথোপকথন

চলিতেছে, তখন অনতিদূরে উদ্যান মাঝে বৃক্ষান্তরালে সরোজিনী, গায়িকা এবং বীণাপাণি আসিয়া দণ্ডায়মানা হইয়াছে। শুক্লচন্দ্রকিরণে তিনজনেই বিজয় এবং সুন্দরী-অহেরিয়াকে দেখিতে পাইতেছিল।

সরোজিনী গায়িকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ও কে দিদি ?"

গায়িকা। তোমার নাগরের নব অনুরাগিণী রাধা।

বীণাপাণি। তবে কি হবে।

গায়িকা। হবে আর কি, অনুরাগ ভগ্ন করিতে হইবে।

সরোজিনী। না দিদি আমি যেমন উহাঁকে ভালবাসি —ঐ বালিকা হয় তো আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারে, আমি আসিয়াছি জানাইয়া কেন একজনের প্রাণে শেল বসাইয়া দিব—চল আমরা এখান থেকে অন্য দেশে প্রস্থান করি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সরোজিনী অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই অবসরে গায়িকা তাহার হস্ত হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া লইল। সরোজিনী তখনও আকুল নয়নে ক্রন্দন করিতেছিল, অঙ্গুরী উন্মোচনের বিষয় জানিতে পারিল না।

গায়িকা বীণাপাণিকে কাণে কাণে বলিল "তুমি সরোজিনীকে দেখিও আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া গায়িকা চলিয়া গেল।

সরোজিনী ক্রন্দন-জড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথা যাও"? গায়িকা উত্তরকরিল,—"দেখি কে নবঅনুরাগিনীর....।"

সরোজিনী কোন কথা কহিল না। গায়িকা চলিয়া গেল।

এদিকে আহেরিয়ার সহিত বিজয়ের কথোপকথন তখন উচ্চ সীমায় উঠিয়াছে। আহেরিয়া ভিলরমণী, স্বাভাবিক লজ্জা ব্যতীত, শিক্ষিত লজ্জা শিক্ষা করে নাই। তাই সে রমণী হইয়াও বিজয়কে নিজ ভালবাসার কথা বলিতে পারিয়াছিল।

বিজয় পুনরায় বলিল,—"আহেরিয়া 'তোমার পদে ধরি তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। আমি একজন ব্যতীত দুইজনকে ভালবাসিতে সক্ষম নহি" এই বলিয়া বিজয় আহেরিয়ার পদ-ধারণ করিল।

এমন সময় গায়িকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে এ দ্বিপ্রহর রজনীতে সন্ন্যাসিনীকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া চমকিত হইল।

গায়িকা ধীরে ধীরে ডাকিল "বিজয়বাবু"। হটাৎ বজ্র পতন হইলে বিজয় যত চমকিত না হইত, অজ্ঞাত অপরিচিত সন্ন্যাসিনীকে, "বিজয়বাবু" বলিয়া আহ্বান করিতে শুনিয়া ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বক্ষঃস্থল দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল,—সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে সিক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে গায়িকা তথায় উপস্থিত হইল, বস্ত্রমধ্য হইতে অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া

বলিল,—“বৰ্দ্ধমান স্থানীয় দুর্গের নেতৃ “শান্তিময়ী-মা” অনতিদূরে বৃক্ষতলে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।” ভগ্নকণ্ঠে বিজয় উত্তর করিল,—“কেন এ অসময়ে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতে আবশ্যক কি? কাল্ তো সকলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।”

গায়িকা। কোন নিগূঢ় কারণ বশতঃ আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাতে বিশেষ ক্ষতি আছে। তিনি আপনার সহিত কাল সৰ্ব্বসমক্ষে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না বলিয়াই, এই নিভৃতস্থানে তাঁহার আগমন।

বিজয়। কেন সৰ্ব্বসমক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাতে হানির সম্ভব কি প্রকার?

গায়িকা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল,—“ক্রমে জানিবেন, এ অঙ্গুরীয়টি কখন দেখিয়াছেন কি?

বিজয় অঙ্গুরীয়টি সেই শুভ্র চন্দ্রালোকে ভাল করিয়া দেখিল —হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—মুখ রক্তবর্ণ হইল—ক্রমে ক্রমে সরোজিনীর সহিত “প্রথম মিলন” হইতে “বিদায় গ্রহণ” পর্য্যন্ত মনে পড়িতে লাগিল। বিজয় ঊৰ্দ্ধশ্বাসে “সরোজিনী! সরোজিনী!! তুমি এখানে” বলিয়া দৌড়াইল। মুহূৰ্ত্ত মধ্যে বিজয় সরোজিনী মিলন হইল। তার পর কি হইল না হইল, বলা বাহুল্য।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মপ্রকাশ।

পরদিন প্রভাতে সেই দুর্গপ্রাঙ্গণে সেই পঞ্চদশ সহস্র সন্ন্যাসী ভ্রাতার সম্মুখে বিজয় আত্মপ্রকাশ করিল। সকলেই সরোজিনীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। সেই পঞ্চদশ সহস্র সন্ন্যাসীর সম্মুখে বিজয় সরোজিনীর সহিত প্রণয়, বিবাহ, ভয়ে পলায়ন, ইত্যাদি সকল বিষয় বর্ণন করিল। সকলেই এই যথার্থ প্রণয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া "সাধু! সাধু!" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলের সম্মতি লইয়া বিজয় সেই দিবসেই শিবমন্দিরে "হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর ভোলা" এই নাম উচ্চারণ করিতে সরোজিনীর পাণি-গ্রহণ করিল।

অপরাহ্ন সময়ে দুর্গপ্রাঙ্গণে উচ্চবেদীর উপরে সিংহাসন

স্থাপিত করিয়া সেই পঞ্চদশ সহস্র সন্ন্যাসী "আদিদুর্গের রাজা ও রাণী" স্বরূপে প্রেমের-সন্ন্যাসী বিজয়কে, এবং প্রেমের সন্ন্যাসিনী সরোজিনীকে সিংহাসনে বসাইয়া নৃপতি রূপে বরণ করিল।

এতদ্দিনের পর বিজয় সরোজিনী আবার হাসিল। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া যে প্রেমের জন্য বিজয় দেশান্তরিত হইয়াছিল—আজ সন্ন্যাসীগণের অতুল প্রেমের ভার মস্তকে লইয়া রাজা হইল

বিজয়—"প্রেমের-সন্ন্যাসী"।

সরোজিনী—"প্রেমের সন্ন্যাসিনী"।
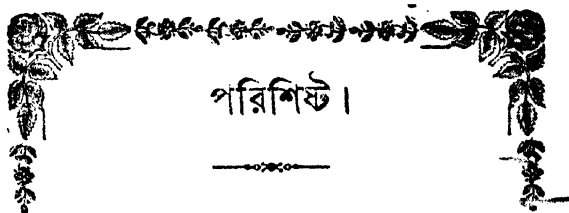
পরিশিষ্ট।

আহেরিয়া এ সকল স্বচক্ষে দেখিল, প্রেমে আত্মপ্রেম বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু পাছে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, এই জন্য সন্ন্যাসিনী বেশে নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানিল না।

গায়িকা এবং বীণাপাণি আদিদুর্গেই সরোজিনীর সহিত বাস করিতে লাগিল।

নবকুমার রায় চৌধুরীকে সরোজিনীর আজ্ঞামত কারামুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

মনমোহন এবং সরলা কলিকাতায় রহিল। তাহারা আপাততঃ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না।

নীলরতন মিত্র এবং বিজয়ের মাতা কাশীবাসী হইয়াছিলেন।

এক বৎসর "আদিদুর্গের" রাজা থাকিয়া, বিজয় মনমোহনকে এবং পিতা মাতাকে "দুই তিন মাসের মধ্যে সাক্ষাৎ করিব" বলিয়া পত্র লিখিল।

সন্ন্যাসীদিগের রাজা হইয়া বিজয় সেই অবধি রাজবেশ পরিধান করিল। সর্ব্বসমক্ষে সরোজিনীকে বিবাহ করিয়া সেই দিন সভা ভঙ্গ করিয়া রজনীতে যখন আবার বিজয় সরোজিনী,

সম্মিলন হইল, তখন বিজয় আদরে সোহাগভরে প্রণয়িনীকে বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া একটি চুম্বন করিয়া বলিল,—"সরোজ! সে দিন কি মনে পড়ে?"

সরোজিনী। মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল,—"বেইমান! আবার সেই কথা।"

সম্পূর্ণ।